শিক্ষা।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত।

বসুমতী ইলেক্‌ট্রিক মেসিন যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
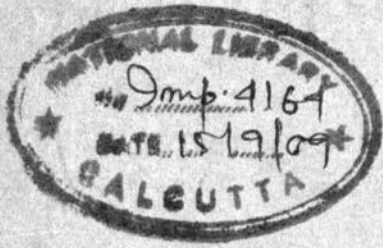
শিক্ষা

শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি?

কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, বসনের পূর্ব্বে ভূষণের সৃষ্টি। ইহা অতি সত্য কথা। অসভ্যেরা সর্ব্বাঙ্গে উল্কি ভূষিত করিবার তীব্রযাতনা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সহ্য করিবে, তথাপি নিদারুণ শীত হইতে আত্মত্রাণের কোনও চেষ্টা করিবে না। হম্বোল্ট একটি আদিম আমেরিকের বিষয় লিখিয়াছেন যে, সে সামান্য অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত করিয়া, স্বসমাজে গৌরবলাভের আশায় দুই সপ্তাহকাল সকল প্রকার ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া, কঠিন শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত ছিল। তিনি আরও বলেন যে, যে সকল অসভ্য স্ত্রীলোক চীরমাত্র-বিরহিতা হইয়া অসঙ্কোচে গৃহের বাহিরে গমন করে, তাহারাও জনসমাজে অচিত্রিত বপু-প্রদর্শন অতি লজ্জাকর মনে করে। সমুদ্র-যাত্রীরা দেখিতে পান যে, অসভ্যেরা রঞ্জিত কাচখণ্ড অথবা সামান্য ক্রীড়া-অলঙ্কারের প্রতি মূল্যবান্ ক্যালিকো অথবা বনাত অপেক্ষা সমধিক সমাদর প্রদর্শন করে এবং কামিজ অথবা কোর্ত্তার তাহারা যে প্রকার হাস্যাস্পদ ব্যবহার করে, তদ্দ্বারা প্রয়োজন অপেক্ষা ভূষণ যে তাহাদের সম্পূর্ণ মনোনীত, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এ বিষয়ের অত্যন্ত ভাবেরও অনেক উদাহরণ প্রাছে। কাপ্তেন স্পেকের কাফ্রি ভৃত্যেরা বৃষ্টিহীন দিবসে মৃগচর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া গর্ব্বভরে পাদক্ষেপ করিত এবং

দুর্দ্দিনে নগ্নবেশে কম্পিত-কলেবর হইয়া বিচরণ করিত। অসভ্য-সমাজ দেখিয়া বোধ হয় যে, বসন হইতে ভূষণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং যখন সভ্য-সমাজেও বস্ত্রের সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মাণ-কৌশল উপযোগিতা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ এবং আকৃতি ব্যবহারাপেক্ষা আদৃত, তখন পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়-তর হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, মানসিক প্রবৃত্তিসমূহেও এ প্রকার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। শারীরিক শিক্ষার ন্যায় মানসিক শিক্ষাতেও অলঙ্কার উপযোগিতার পূর্ব্ব-বর্ত্তী। প্রাচীনকালে এবং অধুনাতন কালেও স্বপ্রয়োজনীয় জ্ঞানাপেক্ষা সমাজপ্রশংসিত জ্ঞানই অধিকতর ঈপ্সিত। প্রাচীন গ্রীসে সঙ্গীত, কাব্য, অলঙ্কার ও এক প্রকার দর্শন যাহা সক্রেটিসের অভ্যুদয়ের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত মানব-সমাজের কোনও কার্য্যে লাগিত না, ইহারাই আধিপত্য করিত, অথচ জীবনোপযোগী জ্ঞান অনাদৃত হইত।

আমাদিগের স্বসাময়িক বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের ঐ প্রকার বৈষম্য পরি-লক্ষিত হয়। প্রত্যেক দশ জন যুবকের মধ্যে নয় জন যত্নাধীত লাটিন অথবা গ্রীক্‌ভাষার সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া কোন ব্যবহার করে না, এমন কি, তাহার অধিকাংশই ভুলিয়া যায় এবং যদি তাহারা কখন লাটিন শ্লোকাদি উদ্ধৃত করে অথবা গ্রীক-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কথার উল্লেখ করে, তাহা কোন প্রস্তাবিত বিষয়ের শোভার নিমিত্ত, সত্যানুসন্ধানের নিমিত্ত নহে। যদি বালকদিগকে এই প্রকার প্রাচীন ভাষা শিক্ষা দিবার কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, সমাজ-অনুমোদনই ইহার কারণ। লোকে যেমন প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া বস্ত্রাদি পরিধান করে,সেই প্রকার শিক্ষা সম্বন্ধেও লোক-সমাজে যে সকল বিদ্যার আদর আছে,যাহা ভদ্রতার পরিচায়ক, তাহাই শিক্ষা দেওয়া হয়।

শারীরিক এবং মানসিক উভয়বিধ ব্যাপারে এই অলঙ্কারপ্রিয়তা স্ত্রী-জাতিতে অধিকভাবে প্রচলিত। অতি পূর্ব্বকালে উভয়জাতিরই মধ্যে অলঙ্কারপ্রিয়তা সমান ছিল, অধুনা পুরুষজাতির মধ্যে স্বচ্ছন্দতার নিকট শোভা কতক পরিমাণে পরাভূত এবং পুরুষের মানসিক শিক্ষাতে এই ভাব ক্রমশঃ দৃষ্ট হইতেছে।

কি শারীরিক, কি মানসিক উভয় বিষয়েই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার-প্রিয়তা কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই, তাহাদের বিবিধ কষ্টদায়ক অলঙ্কার, শারীরিক স্বাস্থ্যহানিকর অঙ্গাভরণ, কেশের শোভা-সম্পাদনার্থে অত্যন্ত যত্ন দেখিলেই জানা যায় যে, সৌকর্য্য অথবা স্বাস্থ্য অপেক্ষা প্রশংসা-লাভেচ্ছা তাহাদের মধ্যে কত বলবতী।

মনুষ্য-সমাজে সৌকর্য্য অপেক্ষা শোভার প্রতিপত্তি অধিক, ইহার সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে এ বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সেই কারণ এই যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত সামাজিক আবশ্যকতা ব্যক্তিগত আবশ্যকতাকে পরাভূত করিতেছে এবং সামাজিক ব্যবহারে যাহা প্রধান উপযোগী, তাহাই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর শাসন বিস্তার করিতেছে। আমরা যে মনে করি, রাজা, পার্লে-মেণ্ট অথবা নির্দ্দিষ্ট শাসনসমিতি ভিন্ন আর কেহ শাসক নাই, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই সকল নামধারী শাসক-সম্প্রদায় ভিন্ন প্রত্যেক সম্প্র-দায়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্ব বিদ্যমান আছে এবং প্রত্যেক নর-নারী তাহার রাজা, রাণী অথবা নিম্নপ্রকারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করে। কতকগুলি লোক আমার অধস্তন থাকিবে এবং আমার মান্য করিবে এবং উপরিতনেরা আমার প্রতি প্রসন্ন থাকিবে, সমস্ত জগতের এই চেষ্টা এবং ইহাতেই জীবনের অধিকাংশ শক্তি নিয়োজিত হয়। ধনসঞ্চয়, বৈভব, পরিচ্ছদের আড়ম্বর, জ্ঞান কিংবা বুদ্ধির প্রখরতা, এই সক-লের সাহায্যে প্রত্যেকে অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চেষ্টা পাই-তেছে এবং তদ্দ্বারা সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার সাহায্য করিতেছে। কেবল যে অসভ্য দলপতি ভীষণ-যুদ্ধ-চিত্রণে সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত করিয়া, কটি-দেশে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বন্ধন করিয়া নিম্নস্থ লোকদিকের হৃদয়ে ভীতিসঞ্চারের চেষ্টা করিতেছে, তাহা নহে; কেবল যে রূপগর্ব্বিতা সুন্দরী ভূষার পারিপাট্য, সামাজিকতার নৈপুণ্য এবং অসংখ্য শোভন গুণের দ্বারা মনোহরণ অধিকারের চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা নহে;—কিন্তু পণ্ডিত, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক সকলেই আপনাপন গুণসমূহকে একই দিকে নিযুক্ত করিতেছেন। আমরা সকলেই আপনাপন ব্যক্তিগত ভাব সম্যক্-

রূপে চারিদিকে প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত নহি, অবিশ্রান্তভাবে অপর সকলের মনকে আমাদের ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করি। এই ইচ্ছাই কোন্ ব্যক্তি কোন্ বিষয় শিখিবে, তাহা নির্দ্দেশ করে। এই জন্যই আমরা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা, সম্মান এবং ভক্তি আনয়ন করে, যাহা অধিকতর লোককে বশীভূত করে, তাহাই শিক্ষা করি। যে-প্রকার আমরা প্রকৃত পক্ষে কি প্রকার স্বভাবের লোক, তাহা না ভাবিয়া, লোকে আমাদিগকে কিরূপ ভাবে, তাহাই অনুসন্ধানে ব্যস্ত, সেই প্রকার শিক্ষা-কার্য্যেও জ্ঞানের আত্মগত গরিমাকে তাচ্ছিল্য করিয়া পরপরাভব-শক্তিরই সমাদর করি। এই ভাব আমাদের হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী যে অপরিমার্জ্জিত এবং উন্নতিহীন, ইহার প্রমাণ এই যে, তুলনা দ্বারা বিবিধ প্রকার জ্ঞানের যথাযথ উপযোগিতার অনুশীলনও হয় নাই, যথারীতি স্থিরীকৃত হইবার ত কথাই নাই। কেবল যে সম্যক্ ধারণা হয় নাই, তাহা নহে, এ বিষয়ের প্রয়োজন অনেকের বোধ আছে কি না সন্দেহ। কোন বিষয় অভ্যাস করিবার অথবা সন্তানদিগকে কোন বিষয় শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে সেই বিষয়ের উপযোগিতা না ভাবিয়া প্রচলিত রীতি অথবা কুসংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া লোকে তাহাতে সময় ক্ষেপণ করে। সত্য বটে, আমরা সকল সমাজমধ্যে অমুক বিষয় অপেক্ষা অমুক বিষয় উত্তম, এই প্রকার কথন কথন শুনিতে পাই, কিন্তু তাহা করিতে গেলে যে সময় লাগিবে, তাহার উপযুক্ত ফল হইবে কি না এবং তদপেক্ষা অন্য কোন বিষয় সেই সময় অধিকতর সুফল প্রসব করিবে কি না, এ সকল প্রশ্ন যদি কথনও উত্থাপিত হয়, তাহা হইলেও ব্যক্তিগত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বিশেষ বিবেচনা করিয়াই মীমাংসিত হয়। সত্য বটে, আমরা মধ্যে মধ্যে প্রাচীন ভাষা শিক্ষা অথবা অঙ্কশিক্ষা এই উভয়ের প্রাধান্য লইয়া বাদানুবাদ শুনিতে পাই, তথাপিও এই বাদানুবাদ উভয়ের প্রাধান্যের লক্ষণবিশেষের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া অযথাভাবে নিঃশেষিত হয়। আবার শুদ্ধ দুইটি বিষয়ের স্থির হইলে কি হইবে?

কোন বিষয় অধ্যয়ন করিয়া কতক উপকার পাইলেই হইল না, যে সময় লাগিল, উপকার তাহার উপযুক্ত কি না, তাহাও বিবেচ্য। কিছু না কিছু উপকার সকল বিষয় হইতেই পাওয়া যায়, পুরাতন ভাটদিগের গ্রন্থ পাঠেও প্রাচীনকালের লোকদিগের আচারব্যবহার, রীতিনীতি কতক পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায়; ইংলণ্ডের প্রত্যেক নগর পরস্পর হইতে কত দূর, এতদনুসন্ধানে জীবন অতিবাহিত করিলেও হয় ত জীবনে দুই চারিবার কোন না কোন উপকারে আইসে; কিন্তু যে সময় অতিবাহিত হইল, তাহার কার্য্য কি হইল? এই প্রকার জীবনের সমুদায় শিক্ষিতব্য বিষয়েরই তারতম্য আছে। আমাদের জীবন অতি অল্প, শিক্ষার সময়ও অল্প এবং সেই সময়ের আবার অধিকাংশই বৈষয়িক কার্য্যে নিযুক্ত হয়, এই সকল কথা স্মরণ করিয়া অবশিষ্ট সময় যতদূর সাধ্য, সুব্যবহার করা উচিত। সমাজ যাহাই বলুক না কেন, আপনার ইচ্ছা যে প্রকারই হউক না কেন, এই অমূল্য সময়ের বিশেষ অনুধাবন না করিয়া কোন বিষয়ে নিযুক্ত করা উচিত নহে। শেষ দেখা উচিত যে, শিক্ষিতব্য বিষয় সকলের মধ্যে কোন্‌টি কোনটি হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা কি প্রকারে নির্দ্ধারিত হইবে? ইহা স্থির করিতে হইলে সকল বিষয়ের তুলনার্থে কোন বিশেষ কার্য্য দ্বারা তুলনা করা উচিত। সুখের বিষয়, এ বিষয়ে সকলেই একমত। প্রত্যেকেই কোন বিষয়ের জ্ঞানের মূল্য অবধারিত করিতে হইলে জীবনে তাহার উপযোগিতা জিজ্ঞাসা করে। কি অঙ্কশাস্ত্রবিৎ, কি ভাষাবিৎ, কি প্রাণিতত্ত্ববিৎ, কি দার্শনিক সকলকে জিজ্ঞাসা কর,—"তোমার আলোচিত জ্ঞানের আবশ্যক কি?" সকলেই এই জ্ঞান সংসারে অনিষ্ট নিবারণ করে অথবা ইষ্টসাধন করে ইত্যাদি মনুষ্য-জীবনের কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করিতে যত্নশীল হইবেন। লিপিপটুতা শিক্ষক যখন প্রদর্শন করেন যে, জীবনোপায় উপার্জ্জনে লিপিকুশলতা কত আবশ্যক, তখন তাহার প্রস্তাব প্রমাণিত বলিয়া গৃহীত হয়, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত যখন স্পষ্ট দেখাইতে পারেন না যে, ঐ সকল বিবরণ মনুষ্য-সমাজের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে, তখন তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। অতএব দেখা গেল, কোন

জ্ঞানের ওৎকর্ষ প্রমাণ করিতে হইলে তাহার মানবজীবনে কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করিতে হয়।

কি প্রকারে জীবন অতিবাহিত করা উচিত? ইহাই সকল প্রশ্নের সার। শুদ্ধ ইহার দ্বারা শরীর-ধারণের উপায় উক্ত হইতেছে না, শারীরিক এবং মানসিক সকল সম্বন্ধ ইহার অন্তর্নিহিত আছে। কি উপায়ে সকল অবস্থাতেই অবিচলিত হইয়া আমাদের ব্যবহারের সত্যতা এবং সাম্যরক্ষা করিব? জগতের অন্য সকল প্রশ্ন এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত। কি প্রকারে শরীররক্ষা হইবে? মনের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? কি প্রকারে সাংসারিক কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে? কি প্রকারে সন্তানদিগকে পালন করা ও শিক্ষা দেওয়া উচিত? সমাজের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? কিরূপে প্রাকৃতিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা মনুষ্যব্যবহারোপযোগী হইবে? মানসিক ব্যবহার-সমূহকে কি প্রকারে ব্যবহার করিলে আপনার এবং অপরের মঙ্গল সাধিত হইবে? ইহাই জীবনের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা, ইহাই প্রকৃত শিক্ষা। সম্পূর্ণ জীবনের একটি আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য; অতএব যে শিক্ষা-প্রণালী যত পরিমাণে সেই দিকে অগ্রসর হইবে, তাহা তত পরিমাণে উৎকৃষ্ট।

জ্ঞানের উপযোগিতার এই পরীক্ষা কখনও সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় নাই, অল্পস্থলেই পাক্ষিক ব্যবহার হইয়াছে। সম্পূর্ণ জীবনের একটি আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকা উচিত এবং তাহা দ্বারা সন্তান-দিগকে শিক্ষিতব্য বিষয় নির্ব্বাচিত করিতে সমর্থ হইবে। মনে মনে অপরিস্ফুটভাবে অমুক অমুক বিষয়ের জ্ঞান উত্তম, এ প্রকারে কোন কার্য্য হইবে না; এমন একটি উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহা দ্বারা জ্ঞেয় বিষয়-সমূহের পারম্পরিক ঔৎকর্ষ নিঃসংশয়রূপে নিকাশিত হইবে। নিশ্চয় এই কার্য্য অতি সুকঠিন, কখন সম্পূর্ণ সাধিত হইবে কি না সন্দেহ; কিন্তু অত্যন্ত আবশ্যক; অতএব কাপুরুষের ন্যায় চেষ্টা না করিয়া পরিত্যাগ করা উচিত নহে। আশা আছে, শৃঙ্খলতা পূর্ব্বক চেষ্টা করিলে অনেক পরিমাণে সফলকাম হইব।

মনুষ্যের জীবন কার্য্যময় এবং আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য এই সকল কার্য্যকরী শক্তিকে শ্রেণীবিভক্ত করা।

১। যে সকল কার্য্যের দ্বারা আত্মরক্ষা হয়।

২। যে সকল কার্য্য অপরোক্ষভাবে জীবনোপায়-সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষা করে।

৩। যাহা দ্বারা সন্তানপালন সম্পন্ন হয়।

৪। যাহা দ্বারা সামাজিক অবস্থা যথাযথ সংরক্ষিত হয়।

৫। কতকগুলি মিশ্রকার্য্য—যাহারা জীবনের অবসরভাগ অধিকার করিয়া আমোদ এবং সুখেচ্ছা চরিতার্থ করাইয়া পর্য্যবসিত হয়।

এই কয়েকটি শ্রেণী যে ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যে সকল কার্য্য এবং সতর্কতা আমাদের জীবন-রক্ষা করে, নিশ্চয়ই সেইগুলি প্রথম-স্থানীয়। যদি কোন লোক শিশুর ন্যায় চতুষ্পার্শ্বস্থিত দ্রব্য সকলের গতিবিধি অজ্ঞাত হইয়া অথবা নিরাপদ্ হইবার কোন চেষ্টা না করিয়া পথে নির্গত হন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহার জীবনের অনিষ্ট হয়। অতএব অন্যান্য বিষয়াপেক্ষা আত্মরক্ষাবিষয়ক অনভিজ্ঞতা-সমূহ বিপজ্জনক, এই জন্য প্রথমস্থানীয়। ইহার পরে যে আমাদের খাদ্য-সংগ্রহের চেষ্টা, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সন্তানাদি পালনের এবং সাংসারিক চেষ্টা ইহার পর,—কারণ, জনক-জননীর কার্য্য পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের উপর নির্ভর করে। আত্মভরণের ক্ষমতা সন্তান-ভরণের পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া যে সকল জ্ঞান আত্ম-পোষণের উপযোগী, তাহারা সন্তান-পালন-বিষয়ক জ্ঞানাপেক্ষা অধিক আবশ্যক। সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার হইতে উৎপন্ন এবং সমাজ-গঠনের পূর্ব্বে অথবা যদি সমাজের ধ্বংস হয়, তাহা হইলেও সন্তান উৎপাদিত হওয়া সম্ভব, অথচ সন্তান-পালনের উপর সমাজের ভিত্তি স্থাপিত, এই জন্যই পিতার কর্ত্তব্য সামাজিক মনুষ্যের কর্ত্তব্যাপেক্ষা অগ্রে শিক্ষা করা উচিত। আরও কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে সামাজিক সততা সামাজিক নর-নারীর সততার উপর নির্ভর করে, আবার ব্যক্তিগত সততা অধিকাংশ শিক্ষার উপর নির্ভর করে; অতএব সামাজিক মঙ্গল পারিবারিক

মঙ্গলের উপর স্থাপিত; এই জন্যই যে শিক্ষা প্রথমটির উপকারসাধন করে, তাহা সমাজোপকারী শিক্ষা অপেক্ষা অগ্রবাচ্য।

যত বিভিন্ন প্রকারের আমোদ অপেক্ষাকৃত গুরুতর কার্য্যের অবসর-সময় পূর্ণ করে;—সঙ্গীত, কাব্য, চিত্রবিদ্যা ইত্যাদি, তাহারা সমাজ-বন্ধনের পর উৎপন্ন হয়।

আমরা এ কথা বলি না যে, উপরি-উক্ত ক্রম-বিন্যাস পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করা যাইতে পারে। স্বীকার করি যে, তাহারা পরস্পর অতি কূটভাবে মিশ্রিত, এমন কি, এমন কোন প্রকার শিক্ষা হইতে পারে না, যাহা কতক পরিমাণে সকলগুলির উপর প্রযোজ্য নহে। আরও স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্বোক্ত ভাগগুলির প্রত্যেকের কতক অংশ উপরিস্থ ভাগের কতক অংশ অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন; যে প্রকার অন্য গুণহীন অথচ বৈষয়িক কার্য্যে অত্যন্ত সুপটু লোকাপেক্ষা অল্পবিষয়বুদ্ধি অথচ সন্তানপালনে বিশেষ দৃষ্টিবান্ লোকের জীবন অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ। যাহা হউক, এই সকলের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুক্রমের লক্ষণ অতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং জীবনেও বাস্তবিক ঐ প্রকার ভাব আছে।

এই সমস্ত বিষয়েই মানব-মনকে সুশিক্ষিত করা প্রকৃত শিক্ষার কর্ত্তব্য। উহাদের মধ্যে কোনটি গুরুতর বলিয়া তাহাতেই যে সর্ব্বান্তঃকরণ নিয়োজিত হইবে, তাহা নহে; সকলগুলিতেই গুরু-লঘুতার তারতম্যানুসারে অল্প অথবা অধিক মনোনিবেশ করা উচিত; কিন্তু একটিকেও পরিত্যাগ করিলে চলিবে না।

যাঁহাদের কোন বিষয়বিশেষে অধিকতর অধিকার-ক্ষমতা আছে, তাঁহাদের পক্ষে সেইটিকেই অর্থকরী করা উচিত। সাধারণের পক্ষে যে সকল বিষয় সম্পূর্ণ জীবনযাত্রার উপযোগী নহে, সেইগুলির প্রতি অল্প মনোযোগ দেওয়া উচিত।

শিক্ষাকে এই সকল নিয়মানুযায়ী করিতে গেলে আরও কয়েকটি বিষয় আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য। আদর্শ-জীবনোপযোগী জ্ঞান দুই প্রকার;—কতকগুলি অনন্ত এবং আবহমান কালের জন্য আবশ্যক,

আর কতকগুলি সময়ের মত আবশ্যক। এই প্রকার জ্ঞান; যথা,—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক প্রকার অসাড়-ভাব পক্ষাঘাত রোগের পূর্ব্বগামী, ক্লোরাইন সংক্রামকতা নিবারণ করে এবং বিজ্ঞানের প্রায় সকল সত্যই প্রথম বিভাগের। ইহারা আজিও যে প্রকার সত্য, দশ সহস্র বৎসর পরেও সেই প্রকার থাকিবে। অপর দিকে মনে করুন, গ্রীক অথবা লাটিন ভাষা-শিক্ষা। ইংরাজী প্রভৃতি যে সকল ভাষার উপর পূর্ব্বোক্ত ভাষাদ্বয়ের আধিপত্য আছে, তাহারা যত দিন থাকিবে, তত দিন উক্ত ভাষাদ্বয়ের কোনও কার্য্যে লাগিবে; কিন্তু এই সকল ভাষার লোপ হইলে কি কার্য্যে লাগিবে? আবার আজকাল ইতিহাস না পড়িলে লোকে নিন্দা করে, কাজেই লোকে লজ্জাভয়ে কতকগুলি পুরাতন নাম, তারিখ, যুদ্ধ ইত্যাদি অতিকষ্টে শিক্ষা করে। এক্ষণে স্পষ্টই কি প্রতীতি হইতেছে না যে, বিজ্ঞানাদি চিরস্থায়ী বিষয় সকল ক্ষণস্থায়ী অপেক্ষা শত-গুণে এবং সমাজভয়ে পঠিত ইতিহাসাদির অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ?

প্রত্যেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে দুই প্রকার উপকার হয়। প্রথম জ্ঞানবৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ মনোবৃত্তির পরিচালনা। এক্ষণে আমরা পূর্ব্বোক্ত বিভাগগুলি এই দুই প্রকার উপকার দেখিয়া একে একে অবতারণ করিব। প্রথম আত্মরক্ষা, সুখের বিষয় যে, শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ আত্ম-রক্ষা প্রকৃতি আমাদের হস্তে সম্পূর্ণ ন্যস্ত করেন নাই। সকলেই দেখিয়াছেন, ধাত্রী-ক্রোড়স্থ শিশু অজ্ঞাত লোকদর্শনে ধাত্রীক্রোড়ে মস্তক লুকায়িত করে, যখন হাঁটিতে শিখিয়াছে, তখন অপরিচিতা, কুকুর অথবা নূতন শব্দ শুনিলে পলাইয়া মাতৃ-ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহা স্বাভাবিক জ্ঞানের পরিচায়ক। প্রকৃতি-চালিত হইয়া শিশু প্রতি মুহূর্ত্তে কি প্রকারে চলিতে চলিতে অন্য পদার্থের ঘর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করিবে, কোন্ কোন্ পদার্থ কঠিন অথবা তীক্ষ্ণ, যাহাতে আঘাত করিলে হস্তে লাগিবে ইত্যাদি শিক্ষা করে। প্রকৃতি এই প্রকারে প্রথম শিক্ষায় আমাদের সহায় হওয়াতে এ বিষয়ে আমাদের যত্নের অল্পই আবশ্যক। আমাদের উচিত কেবল দেখা যে, এই প্রাকৃতিক শিক্ষা কোন প্রকারে ব্যাহত না হয়। অনেক অল্পদর্শী শিক্ষক এবং পিতৃ-মাতা

সন্তানকে সকল প্রকার ক্রীড়া হইতে বিরত রাখিয়া, প্রাকৃতিক শিক্ষার ব্যাঘাত করিয়া এমন অবস্থা করিয়া তুলেন যে, ভবিষ্যতে কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে সেই সকল সন্তান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে।

আত্মরক্ষার্থ শুদ্ধ ইহাই সম্পূর্ণ শিক্ষা নহে। বাহ্য-জগতের সংঘাত হইতে সাবধান হইতে শিখিলেই যথেষ্ট হইবে না, অন্যান্য যে সকল কারণ শারীরিক বিকার উপস্থিত করিয়া পীড়া অথবা মৃত্যু উপস্থিত করে, তাহা হইতেও সাবধান হইতে হইবে। সম্পূর্ণ জীবননির্ব্বাহ করিতে গেলে কেবল যে অপঘাত-মৃত্যু হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেই হইল, এমত নহে, যে সকল অবিমৃশ্যকারিতার দোষে আমাদের আয়ুক্ষয় হয়, তাহাও নিবারণ করা উচিত। স্বাস্থ্য বিনা কি সামাজিক কি নৈতিক কোন প্রকার শিক্ষাই সম্ভব নহে, অতএব আত্মরক্ষা-শিক্ষার এইটিও একটি উচ্চ অঙ্গ।

এ বিষয়েও প্রকৃতি অল্পপরিমাণে আমাদের সহায়। আমাদের শারীরিক বিবিধ অনুভব এবং ইচ্ছা দ্বারা প্রধান প্রধান আবশ্যকগুলি আমরা অক্লেশে জানিতে পারি। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের অত্যন্ত ক্ষুধা, শীত অথবা তাপ সহ্য হয় না এবং যদি মানুষ অন্যান্য বিষয়েও অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তেজনা না পাইয়া কার্য্য করিত, তাহা হইলে জগতের দুঃখের ভার লাঘব হইত। যদ্যপি সর্ব্বদা শরীর শ্রান্ত ও মস্তিষ্ক ক্লিষ্ট হইলেই বিরাম প্রদত্ত হইত, যদি অত্যন্ত আবদ্ধ স্থলে অবস্থানের পরই বায়ুপূর্ণ স্থল অধিকৃত হইত, যদি বিনা ক্ষুধায় আহার, বিনা তৃষ্ণায় জল উদরে স্থান না পাইত, তাহা হইলেই শরীর অতি স্বল্পবায়েই পীড়িত হইত। কিন্তু হায়! লোকে জীবনরক্ষার নিয়মাবলী বিষয়ে এত অজ্ঞ যে, তাহাদের শারীরিক অনুভব সকল যে তাহাদের বিশ্বস্ত পথ-প্রদর্শক, তাহা জানে না এবং এই প্রকারে প্রকৃতি-প্রদত্ত নেতাগণ অজ্ঞানতাবশতঃ বহুলভাবে উপেক্ষিত রহিয়াছে।

যদি কেহ শরীর-তত্ত্ব-বিদ্যা যে সম্পূর্ণ জীবন-নির্ব্বাহের একটি প্রধান সহায় অস্বীকার করেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি,—তিনি অর্দ্ধ-বয়স্ক অথবা প্রাচীন কয়জন স্ত্রী অথবা পুরুষ সুস্থ এবং সবল-শরীর দেখিয়া-

কেন ? বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত সুন্দর স্বাস্থ্য অতি বিরল ; অপরদিকে সঙ্কট ব্যাধি, দীর্ঘকালব্যাপী পীড়া, দুর্ব্বলতা এবং অকালবৃদ্ধতার শত মূর্ত্তি প্রতিনিয়তই দৃষ্টিগোচর হয়। বোধ হয়, এমন একজন লোক নাই, যিনি অজ্ঞানতা বশতঃ শরীরকে পীড়িত করেন নাই।—এক স্থলে অনবধানতার দোষে শীতল বায়ু লাগাইয়া বাতজ্বর এবং তাহা হইতে হৃদ্‌রোগ উপস্থিত হইতেছে ; অপর স্থলে শুনিবেন, কাহারও চক্ষু অবিরত পাঠ করিয়া নষ্ট হইয়াছে ; কোথাও কেহ অল্পাঘাত তুচ্ছ করিয়া আহত জানু ব্যবহার করিয়া জন্মের মত খঞ্জ হইয়াছে ; কেহ বা অনর্থক বহু পরিশ্রম করিয়া আজীবন কষ্ট পাইতেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতার অনুযাত্রী রোগ সকল আছে। পীড়া দ্বারা যে কঠোর শারীরিক যাতনা প্রদত্ত হয়, সময় এবং অর্থের অপব্যয় হয়, তাহা ছাড়িয়া দিয়া সকল কার্য্যে কি ভয়ানক প্রতিবন্ধক প্রদান করে, একবার মনে কর। অনেক সময় কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া উঠে এবং সকল সময়েই কার্য্য কষ্টকর ; মন সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট, কাজেই সন্তানাদি-পালন দুষ্কর হয় ; সমাজের কার্য্যের ত কথাই নাই ; আমোদ পর্য্যন্ত বিভীষিকা বলিয়া বোধ হয়। ইহার দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে না যে, আমাদের এবং আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের শারীরিক পাপ আমাদের শরীরকে আশ্রয় করিয়া, অস্বাস্থ্য উৎপাদন করিয়া সম্পূর্ণ জীবনের শত্রুরূপে সমাজে বিচরণ করিতেছে ? এই স্থানেই শেষ নহে, ইহা যে কেবল শারীরিক অসুখ উৎপাদন করিয়া ক্ষান্ত থাকে, তাহা নহে, জীবনের হ্রাস করে। কোন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া মনে ভাবিও না যে, পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থকায় হইলে। জীবনস্রোত একবার বাধা প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় আর বেগ থাকে না। শরীর চিরকালের মত আহত হয়, হয় ত সদ্যঃ সদ্যঃ তাহার কার্য্য না হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির হিসাব হইতে নিস্তার নাই, কালে তাহার ফল ফলিবেই ফলিবে, জীবনীশক্তি নষ্ট হইবেই হইবে।

অতএব যে শিক্ষা অপরোক্ষভাবে এই প্রকার আত্মরক্ষা শিক্ষা দেয়, তাহা অতি প্রয়োজনীয়। আমরা বলিতেছি না যে, স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকিলেই যাবতীয় অস্বাস্থ্য নিরাকৃত হইবে। মনুষ্য-সমাজ যে পর্য্যন্ত

অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে সময়ে সময়ে শারীরিক নিয়মভঙ্গ অলঙ্ঘনীয়, অথবা অনেক সময় তাহা না হইলেও আপাততঃ মধুর সুখেচ্ছায় মনুষ্য নিয়মভঙ্গ-দোষে দূষিত হয়। কিন্তু তাহা বলিয়াই কি স্বাস্থ্যের নিয়মাবলি শিক্ষা করিব না? তাহা নহে। আমরা নিশ্চয়ই বলিতেছি, ঐ সকল নিয়ম যথাযথ প্রকারে মনুষ্য-হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইতে পারিলে অনেক উপকার হইবে এবং যদি কখন মানবসমাজ বর্ত্তমান জীবন-যাত্রা-প্রণালী অপেক্ষা উন্নততর প্রণালীতে উপনীত হয়, এই শিক্ষাই তাহার অগ্রণী হইবে। যদি প্রচুর স্বাস্থ্য ও তদানুসঙ্গিক উন্নত মানসিক প্রবৃত্তি সুখোৎপাদনের প্রধান সহায় হয়, তাহা হইলে যে শিক্ষা উক্ত বিষয় পরিরক্ষণ করে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, শরীর-বিদ্যা স্বাস্থ্য এবং মানব-জীবনের দৈনিক ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা দেয়, তাহা সকল ন্যায্য শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান অঙ্গ।

এই সকল অত্যাবশ্যক কথা যে মানব-সকলকে উপদেশ দিতে এবং যুক্তি দ্বারা স্থাপনা করিতে হইবে, ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? এখনও অনেক এমন লোক আছেন, যাঁহারা এ সকল কথা পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দেন। যাঁহারা প্রাচীন ভাষার শব্দ যথাযথ উচ্চারণ করিতে না পারিলে লজ্জিত হন, প্রাচীন কালের কাল্পনিক কোন বীরের অদ্ভুত গল্প-বিষয়ে অজ্ঞতা যাঁহাদের নিকট মূর্খতার পরিচায়ক, তাঁহারা অম্লানবদনে শরীর-সংস্থান সম্বন্ধে আপনাদের ঘোর অনভিজ্ঞতা স্বীকার করিবেন।

পুত্র কি প্রকারে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের লোকদিগের কুসংস্কারের বিষয় শিক্ষা করিবে, সে বিষয়ে তাঁহাদের মত যত্ন! অথচ আপনার শরীর কি প্রকারে চালিত, পুষ্ট ও রক্ষিত হইতেছে, তাহা শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত অনুপযুক্ত মনে করেন। আহা! প্রচলিত প্রথার কি মহীয়সী শক্তি! সমাজমোদিত শিক্ষা আবশ্যকীয় শিক্ষার উপর কি নৃশংস ক্ষমতা বিস্তার করিতেছে!

যে জ্ঞান আমাদিগকে জীবনযাত্রার উপায় শিখাইয়া অপরোক্ষ-ভাবে আত্মরক্ষাসাধন করায়, সকলেই তাহার উপযোগিতা স্বীকার

করেন। কিন্তু সকলে একমত হইলেও কোন্ প্রকার শিক্ষা জীবনোপায়-সংগ্রহের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, তাহা কেহ স্থির করেন না। সত্য বটে, লিখন, পঠন এবং অঙ্কশাস্ত্র উপকার বুঝিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু কতকগুলি বিষয়—যাহাদের সম্পূর্ণ উপযোগিতা আছে, তাহা পরিত্যক্ত হয়।

কতকগুলি লোককে বাদ দিলে দেখা যায় যে, অবশিষ্ট সকল লোকেই পণ্য-দ্রব্য উৎপাদনের অথবা সঞ্চালন-ক্রিয়ায় নিযুক্ত আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, কি উপায়ে উক্ত কার্য্য সহজ হয়? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনাদি করিতে যে যে উপায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, সেই সেই পণ্যের নিমিত্ত তত্তৎ-উপায়ই অবলম্বনীয়। এই সকল উপায় জানিতে হইলে আবার সেই সেই পণ্যের রাসায়নিক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি গুণ জানা আবশ্যক। অতএব বিজ্ঞানই ইহার প্রধান পথপ্রদর্শক। এই কথা অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য একটি একটি পাঠ্য বিষয় লইয়া তাহার প্রয়োগ দেখাইব।

অঙ্কশাস্ত্র।—ইহার সাধারণ ভাগ পাটীগণিত যে সকল প্রকার বিষয়কর্ম্মে ব্যবহৃত হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। উচ্চ অঙ্গের স্থপতি প্রভৃতি বিদ্যার উন্নত অঙ্ক একান্ত আবশ্যক। সামান্য গ্রাম্য সূত্রকার হইতে ব্রিটানিয়া পোল-নির্ম্মাতা স্থপতিশ্রেষ্ঠ পর্য্যন্ত সকলেই অজ্ঞাত অথবা জ্ঞাতভাবে ব্যবধানবিষয়ক নিয়ম ব্যবহার করেন।

ভূমি-পরিমাপক জমী জরীপ করিতে,স্থপতি গৃহনির্ম্মাণে, শিল্পী প্রস্তর-মার্জ্জনে, সকলেই জ্যামিতির সত্য অবলম্বন করেন। অধিক কি, অধুনাতন কৃষকও ক্ষেত্রের জলনিঃসারণ-পথাদি নির্ম্মাণ করিতে জ্যামিতি ব্যবহার করে। এ সকল অবিমিশ্র শাস্ত্র। এক্ষণে যে সকল বিদ্যা কতক পরিমাণে অন্য সকল বিদ্যার উপর গঠিত এবং কতক পরিমাণে নিরপেক্ষ, তাহাদের বিষয় দেখা যাউক। ইহাদের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ—যন্ত্র-বিজ্ঞান, তাহার উপর আধুনিক পণ্য-নির্ম্মাণ-চাতুর্য্য প্রতিষ্ঠিত। যে গৃহে বসিয়া আছেন, তাহার চতুর্দ্দিক্ একবার অবলোকন করুন। যদি নূতন ঘর হয়, তাহা হইলে ইটগুলি যন্ত্র-নির্ম্মিত, পদ-

তলস্থ কাষ্ঠখণ্ড সকল যন্ত্র-সাহায্যে বিভক্ত এবং মসৃণীকৃত, প্রাচীর যদি কাগজ-মণ্ডিত হয়, তাহা হইলে তাহাও যন্ত্র-সাহায্যে প্রস্তুত, গৃহস্থিত টেবল, চেয়ার, খাট, মশারি সমস্তই যন্ত্রযোগে নির্ম্মিত, আপনার পাঠের পুস্তক, অঙ্গের পরিধেয় বসন পর্য্যন্ত যন্ত্রযোগে নির্ম্মিত এবং দেশদেশান্তর হইতে আনীত। তবে দেখুন, যন্ত্র-বিদ্যার উপর আপনার সুখ-স্বচ্ছন্দতা কত নির্ভর করিতেছে। আবার দেখুন, যন্ত্র-বিদ্যার ভ্রম-শূন্যতা এবং সম্পূর্ণতার উপর আপনি কি প্রকার নির্ভর করিতেছেন;—যদি স্থপতির গণনায় ভ্রম হয়, তাহা হইলে সেতু ভগ্ন হইয়া যায়, দুই জন কলওয়ালার যদি এক জনের কলের শক্তি ঘর্ষণের দ্বারা অপরের কলের শক্তি অপেক্ষা অল্প হইয়া যায়, তাহা হইলে সে কখনও তাহার কার্য্য সমান করিতে পারে না। অধিক কি, ইহার প্রসাদে অনেক জাতি আপনাপন স্বত্বরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে। পদার্থ-বিদ্যার যে ভাগ তাপের বিষয় শিক্ষা দেয়, তাহার সাহায্যে আমরা তাপজনক অঙ্গারাদি কত প্রকার কার্য্যে ব্যবহার করিতেছি, তাহা দ্বারা উত্তপ্ত বায়ুযোগে আমরা কত পরিমাণে অধিক তেজ প্রাপ্ত হই; ইহা দ্বারা অন্ধকার খনিতে পরিষ্কার বায়ু-সঞ্চালন করি; সেফ্‌টি ল্যাম্প ব্যবহার করিয়া খনিতে ভীষণ বায়বীয় আস্ফোট হইতে আত্মরক্ষা করি এবং ইহার সাহায্যেই তাপমান-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া কত কার্য্যে লাগাইতেছি। পদার্থ-বিদ্যার যে ভাগ আলোকের বিষয় শিক্ষা দেয়, তাহা দ্বারা কত বৃদ্ধ এবং ভ্রষ্ট-চক্ষু দৃষ্টি প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা দ্বারা অণুবীক্ষণ-যন্ত্র নির্ম্মিত করিয়া কত কঠিন রোগ নির্ণয় করিতেছি। বিদ্যুৎ এবং চৌম্বুকাকর্ষণের সাহায্যে কম্পাস-যন্ত্র নির্ম্মিত করিয়া কত শত মনুষ্যজীবন এবং অপরিমিত অর্থ রক্ষা করিতেছি এবং ইহার প্রসাদে অমূল্য বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ প্রাপ্ত হইয়াছি। রসায়ন-শাস্ত্র হইতে আরও উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি;—রজক, রঞ্জক, বস্ত্র-নির্ম্মাতা প্রভৃতি সকলকেই এই শাস্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। ইহা চিনি পরিষ্কৃত করিতেছে, গ্যাস নির্ম্মাণ করিতেছে, সাবান বারুদ ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছে। বোধ হয়, এক্ষণে এমন একটি সামগ্রীও নাই, যাহাতে রসায়ন সাহায্য না করিয়াছে।

অধিক কি, কৃষকও কর্ষিত ভূমিতে সার দিবার জন্য ইহার আশ্রয় গ্রহণ করে। কি দেশলাই, কি পয়ঃপ্রণালী, কি ফটোগ্রাফ, কি পরিত্যক্ত দ্রব্য হইতে সুগন্ধি নিষ্কাশন, সর্ব্বস্থানেই রসায়নের প্রভাব বিস্তৃত রহিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার শ্রমের এই প্রকারে রসায়ন সাহায্য করিতেছে, অতএব যে কেহ পরোক্ষ অথবা অপরোক্ষভাবে পরিশ্রমের সহিত সংযুক্ত, তাহারই রসায়নের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

অপর জ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানের মধ্যে আমরা প্রথমে জ্যোতিষের আলোচনা করিব। ইহার সাহায্যে জলযাত্রা সুগম হওয়াতে আমাদের বহির্বাণিজ্য সুখকর হইয়াছে এবং তদ্বারা আমাদের বহুবিধ আবশ্যকীয় এবং প্রায় সমস্ত স্বচ্ছন্দতার সামগ্রী প্রদত্ত হইতেছে।

ভূতত্ত্ব-বিদ্যা অপর দিকে প্রচুর পরিমাণে আমাদের পরিশ্রমের সহায়তা করে। আজিকালি লৌহের যে প্রকার আদর, খনিজ কয়লা কত দিন আর পাওয়া যাইবে, এ বিষয় যে প্রকার উৎসাহের সহিত বিচারিত হইয়া থাকে, যখন খনি-বিদ্যা এবং ভূতত্ত্ব-বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তখন ইহার সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

আবার বিবলজি,—ইহা ত অপরোক্ষভাবে আত্মরক্ষার প্রধান শিক্ষক। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে পণ্য-দ্রব্য বলি, যদিও তাহার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই, তথাপি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য-উৎপাদিত পণ্য যে খাদ্যদ্রব্য, তাহার সহিত ইহা অবিচ্ছিন্ন-ভাবে সংযুক্ত। সর্ব্বপ্রকার কৃষি-পদ্ধতির সহিত প্রাণী এবং উদ্ভিজ্জ-জীবন গাঢ়-সম্বন্ধে বদ্ধ; অতএব এই শাস্ত্র সর্ব্বপ্রকার কৃষিকার্য্যের ভিত্তিস্বরূপ। কৃষক অথবা পশুপালকেরা বহুদর্শন-সাহায্যে কোন্ প্রকার ক্ষেত্রে কোন্ প্রকার শস্য উত্তম জন্মে, কোন্ প্রকার সার কোন্ প্রকার উদ্ভিদের উপযোগী, কি প্রকার খাদ্যদ্রব্যাদি কোন্ পশুর উপযোগী ইত্যাদি কতকগুলি প্রাণি-বিদ্যা-শাস্ত্রের নিয়ম অনুসরণ করে। যদি এই প্রকার সামান্য সামান্য অসম্পূর্ণ জ্ঞান—যাহা দ্বারা তাহারা এই উপকার প্রাপ্ত হয়, তবে ভাবিয়া দেখ, সমস্ত কৃষক যদি যথেষ্টরূপে দেহ-তত্ত্ব-বিদ্যায় পারদর্শী হইত, তাহা হইলে জগতের কত উপকার হইত। বাস্তবিকই আজি-

কালি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালী কত উপকারসাধন করিতেছে। সকলেই জানেন, জীবদেহে তাপ উৎপন্ন হইলেই ক্ষয় নির্দ্দেশ করে, অতএব আধুনিক সময়ে এই নিয়মের সাহায্যে গবাদি পশুর দেহ সর্ব্বদা উত্তপ্ত রাখিয়া, তাপ বিকীরণ হইতে রক্ষা করিয়া, অল্প খাদ্যের দ্বারা তাহাদিগকে সমধিক পুষ্ট করা হয়। বিজ্ঞান-সাহায্যে পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, নানা প্রকার দ্রব্য মিশাইয়া খাইলে শরীর শীর্ণ হয়। ষ্ট্যাগারস্ নামক যে পীড়ায় লক্ষ লক্ষ মেষ পূর্ব্বে বিনষ্ট হইত, বিজ্ঞান এক্ষণে স্থির করিয়াছে যে, তাহা মস্তকে এক প্রকার কীটের দ্বারা উৎপাদিত হয়, অতএব তাহার অবস্থিতির পরিচায়ক স্থানভেদ করিয়া কীট নির্গত করিলেই পীড়ার উপশম হয়। আমাদের পরিশ্রমের উপর কার্য্যকারী আর একটি বিজ্ঞানের কথা কেবল বলিব,—তাহা সমাজ-বিজ্ঞান। যাঁহারা প্রতিদিন কোম্পানীর কাগজের দরের হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করেন, কত শস্য, তূলা, চিনি, পশম অথবা রেশম উৎপাদিত হইবে, সে বিষয়ের যাঁহারা অনুসন্ধান রাখেন, যাঁহারা যুদ্ধাদি বাণিজ্যের উপর কি প্রকার কার্য্য করিবে, তাহা চিন্তা করেন, তাঁহারাই সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন। স্বীকার্য্য যে, তাঁহারা প্রকৃত বিজ্ঞান-চালিত না হইয়া, অপেক্ষাকৃত ভ্রম-বহুল বহুদর্শনের পথে বিচরণ করিতেছেন। তথাপি তাঁহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই বিজ্ঞানের দ্বারা প্রণোদিত এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তের যথার্থতা অথবা ভ্রান্ততা অনুসারে ফলভোগী হন। কেবল যে শ্রেণী অথবা পণ্যোৎপাদক তাঁহাদের কার্য্য বহুবিধ গণনা এবং কতকগুলি সামাজিক কার্য্যের উপর নির্ভর বিচার করিয়া প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা নহে; খুচরা বিক্রেতাকেও তদ্রূপ করিতে হয়।

এইরূপে যে কেহ পণ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, পরিবর্ত্তন অথবা স্থানান্তরকরণে ব্যাপৃত থাকে, তাহাকেই কোন না কোন প্রকারের বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। কোন ব্যক্তি অর্থোপার্জ্জনরূপ অপরোক্ষ আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে কি না, তাহা তাহার এক বা অধিকসংখ্যক বিজ্ঞান-জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। পড়িয়া শুনিয়া জ্ঞান না হইলেও বহুদর্শনশক্তি

দ্বারা লব্ধজ্ঞানও কার্য্যকারী হয়। যখন আমরা বলি, অমুক লোক অমুক কার্য্য উত্তমরূপে শিখিয়াছে,—তাহার প্রকৃত অর্থ এই যে, যে বিজ্ঞানের উপর উক্ত কার্য্য প্রতিষ্ঠিত, সে ব্যক্তি তাহাই শিক্ষা করিয়াছে, যদিও হয় ত বিজ্ঞান নাম সে ব্যবহার করে না। অতএব বিজ্ঞানশিক্ষা অতীব আবশ্যক। ইহা দ্বারা কার্য্যশিক্ষা হয় এবং ইহা কেবল ভূয়োদর্শন-অর্জ্জিত শিক্ষা অপেক্ষা অধিক ফলদায়ী।

প্রায়ই শুনা যায় যে, কোন খনিতে কিছুই উঠিল না, অধিকারীদের সর্ব্বনাশ হইল, অথবা কোন প্রকার অসম্ভব যন্ত্র-নির্ম্মাণে বহু অর্থ বৃথা অপব্যয় হইল, এই সকল অর্থ সাধারণের বিজ্ঞানে যথার্থ জ্ঞান থাকিলে কি ঘটিতে পারিত ?

যদি বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানাজ্ঞতা এই প্রকার বহু অনর্থের মূল হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও কত অধিক হইবে ? যে পরিমাণে অমুৎপাদন বহু প্রতিযোগীর দ্বন্দ্বভূমি হইতে থাকিবে, যে পরিমাণে মনুষ্যমস্তিষ্ক লাভের আশায় সহজ উপায় নির্দ্ধারণে ব্যস্ত থাকিবে, সেই পরিমাণে বিজ্ঞানের উপযোগিতা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

এইরূপে দেখা যাইতেছে, বিদ্যালয়ে যে বিষয় শিক্ষার একান্ত অভাব, তাহাই জীবনোপায়ের সহিত নিকটতম সম্বন্ধে আবদ্ধ। লোকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া সংসারের তাড়নায় যদি এ সকল বিষয়ের গবেষণা না করিত, তাহা হইলে আমাদিগের সকল প্রকার উৎপন্ন দ্রব্য শেষ হইয়া যাইত এবং যদি লোক শিক্ষক ব্যতিরেকে অন্য স্থান হইতে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা না পাইত, তাহা হইলে আমাদের সকল পরিশ্রম পণ্ড হইত।

যদি বিদ্যালয় ভিন্ন শিক্ষার অন্য কোন স্থান ইংলণ্ডে না থাকিত, তাহা হইলে পঞ্চশতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ড যাহা ছিল, আজও তাহাই থাকিত, কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইত না। প্রকৃতি যে সকল নিয়মে অবিরত চালিত হইতেছে, সেই সকল নিয়মের জ্ঞান যদি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত না হইত, যে জ্ঞানসাহায্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা প্রকৃতিকে আপনাদের অভাবমোচনের যন্ত্র করিতে সমর্থ হইয়াছি, যাহা দ্বারা এক জন আধুনিক

সামান্য শ্রমজীবী—প্রাচীনকালের রাজদুর্লভ স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে সমর্থ—তাহা হইলে মনুষ্য-সমাজে উন্নতির একেবারে মূলোচ্ছেদ হইত। সেই জ্ঞানও বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী হইতে কিঞ্চিন্মাত্র উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

এক্ষণে মানবীয় কার্য্যের তৃতীয় বিভাগ দেখা যাউক। মনে করুন, কোন ঘটনাবশতঃ আমাদের আধুনিক অবস্থার সমস্ত চিহ্নই বিনষ্ট হইয়াছে, কেবল রাশীকৃত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পড়িয়া রহিয়াছে। মনে করুন, সেই সময়ের এক জন পুরাতত্ত্ববিৎ ঐ প্রকার কতকগুলি পত্র পাইয়া পত্রের সমসাময়িক লোকদিগের শিক্ষা-প্রণালী বিষয়ে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেছেন, নিশ্চয়ই তিনি প্রশ্নাবলী দেখিয়া ভাবিবেন যে, "দেখিতেছি, বহুবিধ প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষা শিক্ষার বিবিধ প্রকার আয়োজন রহিয়াছে, কিন্তু সন্তানপালন সম্বন্ধে ত কোন শিক্ষাই দেখিতেছি না—অতএব বোধ হয়, এই সকল পত্র ইহাদের কোন সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের হইবে।"

বাস্তবিকই ইহা কি পরিতাপ এবং আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? যদিও উপযুক্ত লালন-পালনের উপর শিশুদের জীবন এবং ভবিষ্যৎ মানসিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে; তত্রাপি অতি শীঘ্রই যাহারা পিতা হইবে, একটি কথাও এ বিষয়ে তাহাদিগকে বলা হয় না! একটি সমগ্র ভবিষ্যৎ মনুষ্যবংশ অযৌক্তিক দেশাচার, পিতামাতার পরিবর্ত্তনশীল বাসনা, অজ্ঞ ধাত্রী এবং বৃদ্ধ পিতামহকুলের আদরের উপর বিন্যস্ত হয়, ইহা কি রাক্ষসবৎ ব্যবহার নহে?

যদি পাটীগণিত এবং হিসাবে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কোন লোক ব্যবসা আরম্ভ করে, আমরা নিশ্চয়ই তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দা করি। যদি কেহ শারীরস্থানবিদ্যা না শিখিয়া, অগ্রে চিকিৎসা আরম্ভ করে, তাহাকে আমরা কি বলি? তবে সন্তানপালন কি এত সহজ যে, তাহাতে শিক্ষা আবশ্যক করে না?

প্রতিনিয়ত কত সহস্র সহস্র শিশু অকালে কালকবলে কবলিত হইতেছে, কত লক্ষ লক্ষ লোক চিররুগ্ন হইয়া জীবনভার বহন করিতেছে,

কত কোটি কোটি লোক কেবল আজ পিতা-মাতার দোষে যতদূর স্বাস্থ্য ভোগ করা উচিত, তাহাতে বঞ্চিত হইতেছে। একবার মনে কর যে, শিশুর খাদ্যের উপর শিশুর আজীবন স্বাস্থ্য অথবা অস্বাস্থ্য নির্ভর করে, ভাবিয়া দেখ, একটি মঙ্গলের উপায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিংশতিটি অমঙ্গলের পথ্য বিস্তৃত, তাহা হইলে আধুনিক চিন্তাশীলতাবিহীন শিক্ষা-প্রণালীর অনিষ্টকারিতার কথঞ্চিৎ প্রমাণ পাইবে।

শিশুদেহ অত্যল্প বস্ত্রে আবৃত করিয়া বাহিরের প্রচণ্ড শীতে ক্রীড়া করিতে দেও, আজীবন হয় পীড়া, না হয় জীবনীশক্তির নিস্তেজস্কতা প্রভৃতি হইতে কষ্ট পাইতে হইবে। যদ্যপি তাহাদিগকে প্রত্যহ এক প্রকার খাদ্য দাও অথবা অপুষ্টিকর খাদ্য দাও, তাহা হইলে শারীরিক স্বাস্থ্যের কোন না কোন প্রকার বাধা উৎপাদন করিয়া মনুষ্যত্ব হইতে তাহাদিগকে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত করিবে। পুত্র-কন্যা দুর্ব্বল হইলে অথবা চিররুগ্ন হইলে পিতা-মাতা ভাগ্যের উপর, ভগবানের উপর দোষ দিয়া আপনারা অপসৃত হন। কি দুর্ভাগ্য! আপনাদিগের কুসংস্কারের দোষে, আপনাদের অন্ধতার দোষে, আপনাদের স্বার্থপরতার দোষে অন্ধ মনুষ্য-সমাজ শরীরে কি ভীষণ অনিষ্ট প্রতিনিয়ত আনয়ন করিতেছে, তাহা একবার চাহিয়াও দেখ না।

হায়! হায়! জগতে যত দুর্ব্বলতা, যত ভীরুতা, যত দারিদ্র্য, যত পাপ বর্ত্তমান, প্রায় সেই সমস্তেরই কারণ তোমরা মূর্খ পিতামাতা! কি গুরুতর ভার তোমাদের উপর বিন্যস্ত, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছ না! তোমারই ত হস্তে সন্তানের ভাবী জীবন! তোমরাই ত তাহার জীবনের নেতা! চিন্তাবিহীন মূর্খ পশুর ন্যায় বিলাস চরিতার্থ, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যে সকল মনুষ্য সন্তানোৎপাদন করিতেছে, তাহারা ভবিষ্যৎ কি একবারও ভাবিবে না ? আপনাদিগের অন্ধতায় মনুষ্য-বংশে পুরুষানুক্রমে কত শত শারীরিক, কত শত মানসিক ব্যাধি প্রবিষ্ট করাইতেছে, একবারও কি তাহা দেখিবে না ?

জনক-জননীর কর্ত্তব্য হইতে এক্ষণে মনুষ্যের সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাউক। কি প্রকার শিক্ষা এবং জ্ঞান মনুষ্যকে সামাজিক

ব্যবহারের পটু করিতে পারে? বলা যায় না যে, ঐ প্রকার শিক্ষা বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়, অন্ততঃ কতকগুলি বিষয় স্বভাবতঃ সামাজিক শিক্ষা প্রদান করে। ইতিহাস ইহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু পূর্ব্বে যে প্রকার বলা হইয়াছে, এই শিক্ষা সামাজিক বিষয়ে প্রকৃত নেতা হইতে পারে না। বিদ্যালয়ে অধীত ইতিহাসই কোন প্রকার সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দেয় না। ভূপতিদিগের জীবন, পারিষদদিগের ষড়যন্ত্র, বলপূর্ব্বক সিংহাসনাধিকার প্রভৃতি বিষয় সমস্ত সমগ্র জাতীয় জীবনের অল্পই চিত্রিত করে। অমুক অমুক রাজ্যের মধ্যে অমুক অমুক বিষয়ের জন্য বিবাদ উপস্থিত হয়, এই জন্য অমুক যুদ্ধ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক পক্ষে এত সৈন্য সংগ্রহ এবং কামান ছিল, অমুক সেনাপতি এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া জয়লাভ করিলেন। বলুন দেখি, ইহা শিক্ষা করিয়া আপনার সামাজিক জীবনের কি উপকার হইবে? বলিবেন, ইহা সত্য, কিন্তু সত্যের অনুরোধে পাঠ করি। সত্য হইলেই কি তাহা মূল্যবান্ হইল? আপনার পক্ষে এই সকল যুদ্ধবিবরণ আদরের হইতে পারে; টিউলিপ পুষ্প যিনি অত্যন্ত ভালবাসেন, তাঁহার নিকট একটি টিউলিপ-অঙ্কুর তৎপরিমাণ স্বর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান্। হয় ত এক জন ভগ্ন চীনার বাসনের অত্যন্ত আদর করেন; কেহ কেহ বিখ্যাত নরঘাতকদিগের কেশ-নখাদির পরিবর্ত্তে বহুমূল্য প্রদান করেন; তবে কি বলিতে হইবে যে, তাঁহাদের ভাল লাগে বলিয়া ঐ সকল দ্রব্য অতি প্রয়োজনীয়?

যে প্রকার অন্য সকল দ্রব্যের ব্যবহারানুযায়ী মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, সেই প্রকার ইতিহাসেরও ব্যবহার করা উচিত। যদি কেহ আসিয়া বলে, "ওহে, কা'ল সন্ধ্যাকালে তোমার প্রতিবাসীর বিড়ালের শাবক হইয়াছে," এই সকল সংবাদ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ করেন না? এই পরীক্ষা ইতিহাস-সঙ্কলিত রাশি রাশি ঘটনাবলীতে প্রযুক্ত হউক, দেখা যাইবে যে, তাহাও ঐ প্রকার অকিঞ্চিৎকর। এই সকল ঘটনা হইতে কোন প্রকারে জীবনোপযোগী বিশেষ সত্য নিষ্কাশিত হয় না। যদি আমোদ হয়, পাঠ কর, কিন্তু কদাপি উপকারক বলিয়া মনে করিও না।

যথার্থ ইতিহাস অতি অল্পসংখ্যক পুস্তকেই পাওয়া যায়। পূর্ব্বে প্রজারা রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে অতি অল্পই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইত, অতএব ঐতিহাসিকেরা তাহাদের প্রায় কোনই প্রসঙ্গ করিতেন না। আধুনিক প্রজাদের ক্ষমতা প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। লোকে প্রজারাই রাজ্যের সর্ব্বস্ব, এ কথা ক্রমে বুঝিতেছে, সুতরাং আধুনিক ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে তাহারা স্থান পাইতেছে। বাস্তবিক ইতিহাস সমাজের জীবন-বৃত্তান্ত। কি প্রকারে সমাজ-বিশেষ গঠিত হইল, কি প্রকারে জাতিবিশেষের অভ্যুদয় হইল, তাহাই আমাদের প্রয়োজন। রাজাশাসন কি প্রকারে হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন, শাসকদিগের ব্যক্তিগত জীবনী লইয়া কি করিব ? কেবল যে সর্ব্বোচ্চ শাসন-সমিতির আবশ্যক, তাহা নহে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ-পরিচালক শক্তিসমষ্টিরও বিবরণ আবশ্যক। কি প্রকারে বিবিধ সামাজিক সম্প্রদায় নিম্নশ্রেণীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, কি প্রকারে নিম্নশ্রেণীর দ্বারা সম্মানিত হইতেছে, এই সমস্ত বিবরণের প্রয়োজন। গৃহে এবং বাহিরে সেই সমাজের লোকেরা কি প্রকার ব্যবহার করিত, তাহাও আবশ্যক। স্ত্রীপুরুষ, পিতামাতা এবং সন্তান পরস্পরের উপর কিরূপ ব্যবহার করিত, কি কি কুসংস্কার তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, বাণিজ্যের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহাদের শিল্প-বিবরণ, তাহাদের মানসিক অবস্থা প্রকৃত ইতিহাসে সমুদয় বিবৃত থাকা উচিত ; এই সকল বিবরণ এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিবৃত হওয়া উচিত যে, পাঠ করিলে সমস্ত সমাজের ছবি মানসপটে উদিত হইবে। বিবিধ সময়ে সেই সমাজের বিবিধ পরিবর্ত্তন ও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের সহিত যথাক্রমে প্রদর্শিত হওয়া উচিত। অতএব প্রতীতি হইতেছে যে, এই প্রকার ইতিহাসই বাস্তবিক ইতিহাস এবং সমাজ-তত্ত্বের যথার্থ সহচর।

কিন্তু এইরূপ ধরণের ইতিহাস প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্তব্য হইলেও জীবন-তত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞানরূপ উদ্ঘাটনাদি বিরহে ইহা অকিঞ্চিৎকর। তদ্ব্যতিরেকে ঐ সকল বিবরণ হইতে কোন প্রকার সত্য সংগ্রহ করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। মানব-চরিত্রের কতকগুলি সামাজিক ঘটনার অন্ততঃ বহু-দর্শন দ্বারা সংগৃহীত নিয়ম ব্যতিরেকে কেহই বিশেষ ধারণা করিতে পারে

না। সমাজ কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি, অতএব সমাজের কার্য্য ঐ জন-সমষ্টির কার্য্য, সুতরাং তাহা ধারণা করিতে হইলে ব্যক্তিগত কার্য্য যে যে নিয়মে সমাহিত হইতেছে, তাহার শরীর ও মন যে সকল নিয়মাধীন, তাহাদের দ্বারা পরিচালিত। অতএব দেখা গেল, মনুষ্যকার্য্যের এই চতুর্থ ভাগও বিজ্ঞান দ্বারা শাসিত। দেখা গেল যে, প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী মনুষ্যকে সামাজিক মনুষ্য করিতে পারে না। ইতিহাসের অত্যল্প ভাগই মনুষ্যের কোন কার্য্যকারী হয় এবং তাহারও আবার সদ্ব্যবহার হয় না।

অবশেষে আমরা মানব-জীবনের যে অবকাশ-সময় আমোদপ্রমোদে নিয়োজিত হয়, তাহাতে উপনীত হই। পূর্ব্বোক্ত বিভাগগুলির ন্যায় ইহাকে শুদ্ধ প্রত্যক্ষ উপযোগিতার দ্বারা বিচার না করিলেও উচ্চ এবং সুন্দর ভাবগ্রাহক মানসিক বৃত্তির পরিচালনার আমরা সম্যক্ পক্ষপাতী। চিত্র-বিদ্যা, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত, কাব্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুভব পরিত্যাগ করিলে জীবন শুষ্ক মরুময় হইয়া উঠে। ইহাদের উপেক্ষা করা দূরে থাকুক, আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে ইহারা সমধিক শ্রদ্ধা লাভ করিবে। মনুষ্য-সমাজ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া যখন প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ সম্যক্প্রকারে মানব-সৌকর্য্যে নিয়োজিত হইবে, যখন পরিশ্রমের যৎপরোনাস্তি সুব্যবহার হইবে এবং যখন এই সকল সুবিধার জন্য জীবনের অবসরভাগ অনেক পরিবর্দ্ধিত হইবে, তখনই শিল্পবিদ্যাজনক-সৌন্দর্য্য-গ্রহণেচ্ছা সম্যক্‌ভাবে পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে।

কিন্তু শিল্পবিদ্যার যতই আবশ্যক হউক না কেন, যে সকল বিদ্যা আমাদিগের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য শিক্ষা দেয়, ইহা তাহার অধীন। সাহিত্য অথবা শিল্প অত্যাবশ্যকীয় হইলেও যে সকল বিদ্যা উহাদিগের জনক, তাহা অপেক্ষা কখনই প্রয়োজনীয় হইতে পারে না।

উদ্ভিজ্জরোপক পুষ্পের জন্য বৃক্ষ-রোপণ করিলেও বৃক্ষের প্রতি সম-ধিক যত্ন প্রদর্শন না করিলে পুষ্পলাভ হয় না। সর্ব্বপ্রকার শিল্পবিদ্যাই সভ্যতার সন্তান, অতএব যে সকল বিদ্যা সমাজের সভ্যতার স্রোত আন-য়ন করে, তাহারা শিল্পাপেক্ষাও অগ্রে বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য।

এই স্থলেই আমাদের প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর মহৎ দোষ দেখা যায়।

আমরা অগ্রে বৃক্ষসেচন না করিয়া পুষ্প প্রত্যাশা করিতেছি। বাহিরের চাকচিক্যের মোহে আমরা অন্তরের সারকে হতাদর করিতেছি। আত্মরক্ষা, জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ, সন্তানপালন এবং সমাজসংক্রান্ত শিক্ষাকে আমরা তাচ্ছিল্য করিয়া বহু যত্ন সহকারে জনমোদিত এবং প্রশংসাদায়ক অন্তঃসারশূন্য কতকগুলি বিষয় শিশু-মস্তিষ্কে বলপূর্ব্বক প্রবিষ্ট করাইতেছি। আধুনিক বহু ভাষাজ্ঞান প্রার্থনীয় স্বীকার করিলেও জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যসাধক বিদ্যা সকলকে উপেক্ষা করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

কতকগুলি প্রাচীন ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিলে আধুনিক ভাষা সুন্দররূপে লিখিতে পারা যায় সত্য ; অপিচ, সুন্দররূপে সন্তানপালন শিক্ষা করা আরও প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই এবং শিল্পাদি বিদ্যা উপকারক হইলেও জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় বিদ্যাসমূহ হইতে অনেক পরিমাণে অল্পমূল্য এবং তাহারা যে প্রকারে জীবনের অবকাশভাগ অতিবাহিত করায়, সেই প্রকার শিক্ষাকালের অবসরকালই তৎশিক্ষার উপযুক্ত সময়।

শিল্পাদি বিদ্যা-বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, যে প্রকার অন্যান্য বিভাগে, সেই প্রকার এ স্থলেও বিজ্ঞান তৎশিক্ষার প্রধান সহযোগী। সচরাচর আমরা বিজ্ঞান বলিলে যাহা বুঝি, হয়ত অনেক শিল্পী তাহা জানে না, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা বহুদর্শনের দ্বারা কতকগুলি নিয়ম সংগ্রহ করিয়া এক প্রকার স্থূল বিজ্ঞান করিয়া লয়।

শিল্পবিদ্যার সমস্ত রচনাই ভিতরের ভাব অথবা বাহিরের বস্তুর সহিত সংযুক্ত। অতএব এই দুই প্রকার অস্তিত্বের নিয়মাবলীর জ্ঞানের উপর ইহা নির্ভর করিতেছে। এই সিদ্ধান্ত যে প্রকৃত কার্য্যের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখাইব। যে সকল যুবক ভাস্কর্য্য-বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহাদিগকে প্রথমে পেশী এবং অস্থি-সংস্থান শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ইহা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পীরা ঐ সকল বিষয়ে অজ্ঞতা বশতঃ যে সকল প্রমাদে পতিত হইত, ইহারা আর তাহাতে পতিত হয় না। এই প্রকার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। চিত্রবিদ্যায়ও এইরূপ অনেক স্থলে অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। চীনদেশীয় চিত্রসমূহ হাস্যকর হয় কেন ?

সঙ্গীতেও বিজ্ঞান আবশ্যক, এ কথায় অনেকের আশ্চর্য্য বোধ হইবে। সঙ্গীত মানব-মনের স্বাভাবিক ভাব-তরঙ্গের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি। অতএব যে পরিমাণে আমরা এই স্বাভাবিক ভাবের নিয়মানুসারে চালিত হই, আমাদিগের সঙ্গীত সেই পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করে। যে সকল বিবিধ প্রকারের ভাব উচ্চ-নীচ প্রভৃতি স্বর-সংযোগে আত্ম-বিকাশ করে, তাহারাই সঙ্গীতের বীজস্বরূপ। ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই সকল ভাবব্যক্তকারক স্বর কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যকর হয়; অতএব সেই সকল নিয়মবোধ না থাকিলে সঙ্গীত কখনই সুপ্রযুক্ত হয় না। অনেক সময়ে যে অনেক সঙ্গীত ভাল লাগে না, তাহার কারণ এই যে, তাহাতে যে সকল স্বর রচিত, তাহার সহিত গ্রথিত ভাবের কোন ঐক্য নাই। এই জন্য অসত্য বলিয়াই তাহারা সুখদায়ক হয় না এবং তজ্জন্যই তাহারা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। কবিত্ব সম্বন্ধেও এই প্রকার, যে স্থলে বাক্য উচিতভাব অথবা ভাব বাক্যকে অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞানকে দূরীভূত করে, সেই স্থানই পড়িতে কষ্টদায়ক।

শিল্পীর যে কেবল প্রযোজ্য বিষয়ের বিজ্ঞানে অধিকার থাকিলেই হইল, এমন নহে; সেই সকল বিষয় মানব-মনে কি প্রকার কার্য্য করে, তাহা জানাও আবশ্যক। শিশু প্রবীণের ন্যায় কোন চিত্রের অর্থগ্রহণে সমর্থ হয় না কেন? শিক্ষিত ভদ্রলোক অশিক্ষিত কৃষকাপেক্ষা কাব্য-পাঠে কেনই বা তৃপ্তিলাভ করেন? তাঁহাদের বিস্তৃত জ্ঞানই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে? অতঃপর আমাদিগের বিবেচনা করিতে হইবে যে, বিজ্ঞান কেবল প্রত্যেক শিল্পের মূলে উপবিষ্ট নহে, বিজ্ঞানও কাব্যবিশেষ। সচরাচর শুনা যায়, কাব্য এবং বিজ্ঞান পরস্পর-বিরোধী; এ কথা অতি ভ্রান্ত। সত্য বটে, অহংজ্ঞান-জড়িত মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে বোধশক্তি এবং অন্তরের ভাব উভয়েই বিরোধী। সত্য বটে, চিন্তা-শক্তির সমধিক পরিচালনায় হৃদয়ের ভাবের উচ্ছ্বাস ক্রমশই স্বল্প হইয়া উঠে এবং প্রবল ভাবের উচ্ছ্বাস চিন্তাশক্তিকে জড়বৎ করিয়া ফেলে। এই অর্থে সমুদয় মনোবৃত্তি পরস্পর-বিরোধী। তাহা হইলেও বিজ্ঞান-প্রণোদিত বিষয়গুলি যে নীরস, কাব্যবিহীন এবং বিজ্ঞানচর্চ্চা স্বভাবতই

কাব্য-রস আস্বাদন ও কল্পনা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে, এ কথা সত্য নহে। বরং বিজ্ঞান দ্বারা শুষ্কবৎ প্রতীয়মান বিষয়ও কাব্যরসময় হইয়া উঠে। যে কেহ "হিউগমারিল"-কৃত ভূগর্ভ-বিজ্ঞান ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারই প্রতীতি হইবে যে, বিজ্ঞান কি প্রকারে কাব্যকে উত্তেজিত করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আলোচনা করিতে করিতে তাহার প্রতি কি প্রেমের হ্রাস হয় ? যিনি একবিন্দু জলের উপাদান সকল যে শক্তি দ্বারা সংযুক্ত আছে এবং যাহাকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন করিলে সহসা আভা উৎপাদিত হইবে জানেন, তাঁহা অপেক্ষা অজ্ঞলোকের কাছে কি জলবিন্দুর অধিক আদর ? পণ্ডিত কি তুষারকণার অদ্ভুত শিল্প দেখিয়া অজ্ঞ-লোকাপেক্ষা উচ্চতর ভাবে নীত হন না ? বাস্তবিকই সাধারণ লোকাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক সহস্রগুণে অধিক কবি।

হায় ! হায় ! মনুষ্য সামান্য বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ইতিহাসোক্ত কোন ক্ষুদ্র মনুষ্য-রাজার মন্ত্রণা লইয়া কত তর্ক-বিতর্ক করিতেছে, প্রাচীন গ্রীক্ ভাষার একটি ক্ষুদ্র কবিতা লইয়া অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডায় কালক্ষেপণ করিতেছে, তথাপিও অনন্ত আকাশের অনন্ত রচনা-কৌশল দেখিবে না এবং রাজাধিরাজ ঈশ্বরের হস্ত ভূমণ্ডলের স্তরে স্তরে কত মহান্ কাব্য লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্টিপাতও করিবে না !

অতএব দেখা গেল যে, সমুদয় মানবীয় শক্তি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। এতক্ষণ আমরা জ্ঞান-পরম্পরায় মনুষ্য-জীবন-উপযোগিতা নির্দ্ধারিত করিতেছিলাম, এক্ষণে তাহাদের চর্চ্চায় মানসিক উন্নতিরূপ ঔৎকর্ষের অনুসন্ধান করিব। যে সকল জ্ঞান জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, তাহাদের অনুসন্ধানে যে সমধিক মানসিক উন্নতি সাধিত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহও নাই। যদি এক শ্রেণীর উপযোগী জ্ঞান আর এক শ্রেণীর জ্ঞান দ্বারা মানসিক ঔৎকর্ষ সাধিত হইত, তাহা হইলে প্রকৃতির সুন্দর নিয়োগ-প্রণালীর বিরুদ্ধাচরণ হইত। জীব-রাজ্যের সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, যে সকল প্রকৃতি বিশেষ বিশেষ কার্য্যসাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তৎসাধনেই তাহাদের উন্নতি হয়। অসভ্য আমেরিক পশু শীকার করিতেই তৎসাধনোপযোগী দ্রুতবেগে ও তৎপরতা প্রাপ্ত হয় এবং এ প্রকার

শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য লাভ করে, যাহা ব্যায়াম দ্বারা কখনই সম্পাদিত হইত না। বুমম্যান্ সর্ব্বদা শত্রু-হস্ত হইতে পলায়ন অথবা শত্রু অন্বেষণ করিয়া অদ্ভুত দূরদৃষ্টি লাভ করে এবং এই অভ্যাস বশতই এক জন সামান্য খাজাঞ্চী অন্যের বিস্ময়জনক দীর্ঘ হিসাব শীঘ্র সম্পন্ন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে সকল মনোবৃত্তি যে যে কার্য্যের জন্য সাধিত, তৎসাধনেই তাহাদের উন্নতি হয়। অতএব শিক্ষা সম্বন্ধেও সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা মানসিক উন্নতিদায়ক।

সচরাচর বালককে কতকগুলি ভাষা শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে এই প্রকার বলা হয় যে, তাহা দ্বারা উহার স্মরণশক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং তাহা কতকগুলি বাক্য মনে রাখিতে হয় বলিয়া সহজ হইয়া উঠে। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বিজ্ঞান-শিক্ষায় আরও অধিক বিষয় মনে রাখিতে হয়। সৌর-জগতের অদ্ভুত কাণ্ড এবং তদপেক্ষা আরও দুরূহ আমাদের সৌর-জগতের অধিষ্ঠাতৃ তারকাপুঞ্জের গঠন স্মরণ রাখা কি সহজ? শরীরস্থান-বিদ্যায় কি রাশি রাশি নাম স্মরণ রাখিতে হয় না? অতএব বিজ্ঞান অল্প শিক্ষা করিতে গেলেও স্মরণ-শক্তির যথেষ্ট আলোচনা হয়। যদিও ভাষার বাক্য সকলের সহিত ভাবের বিশেষ সম্বন্ধ আছে স্বীকার্য্য এবং যদিও এই সম্বন্ধে কতক দূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ ভাষার কথা যোজনা এবং ভাবের মধ্যে আকস্মিক সম্বন্ধ আছে, এই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু বিজ্ঞান-প্রণোদিত প্রত্যেক কথাশ্রেণীর সহিত ভাব এবং বাস্তব পদার্থের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, অতএব স্মরণ-শক্তির পোষণ ব্যতীত বিজ্ঞানের আরও উপযোগিতা।

সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞান যে অধিক মানসিক উৎকর্ষ-সাধক, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, ইহার দ্বারা বিচারশক্তি দৃঢ়ীকৃত হয়। প্রোফেসর ফ্যারাডে রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউসন্ নামক সভায় মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, "সমাজ যে কেবল বিচারশক্তির শিক্ষার বিষয়ে অজ্ঞ, তাহা নহে, আপনার অজ্ঞতার প্রতি অন্ধ এবং ইহার কারণ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অনাদর।" চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহাদিগের প্রকৃত জ্ঞান, তাহাদিগের ঘটনা প্রকৃতি-বিজ্ঞান দ্বারা না জানিলে

হইতে পারে না। শত-সহস্র ভাষা-শিক্ষা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-নির্ণয়ে এবং তাহা হইতে সত্য-নির্ণয়ে কখনও সমর্থ হইবে না। কতকগুলি ঘটনা দেখিয়া তাহা হইতে তাহাদিগের কার্য্যাদি নির্ণয় এবং তাহা পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করা দীর্ঘব্যাপী অভ্যাস না থাকিলে হয় না এবং বিজ্ঞান এই প্রকার অভ্যাসের উপদেষ্টা।

আরও দেখুন, চরিত্র-গঠনে ভাষা অপেক্ষা বিজ্ঞান কত উপযোগী। বালক ভাষা শিক্ষা করিতেছে, কাজেই শিক্ষক অথবা অভিধানের উপর তাহার বিশ্বাস অভ্রান্ত, এই প্রকারে ব্যক্তি অথবা পুস্তকবিশেষে স্বাধীন চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাহার বিশ্বাস ঘনীভূত হইতে থাকে। অপর দিকে বিজ্ঞানের প্রত্যেক সত্যই প্রমাণের উপর নির্ভর করে, কিছুই বিশ্বাস করিয়া লইতে হয় না, অতএব পাঠকের মনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। বিজ্ঞান-শিক্ষার আরও নৈতিক উপকার আছে। ইহা দ্বারা—প্রোফেসর টিণ্ড্যাল বলেন, "অপ্রতিহত অধ্যবসায় লাভ করা যায় এবং বিনীতভাবে প্রকৃতি-প্রদত্ত সত্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা হয়। পূর্ব্বার্জ্জিত সমুদয় বিষয় বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী এক নিমেষে পরিত্যাগ করেন, যদি তাহা সত্যের বিপক্ষ হয়। ইহা কি অত্যুন্নত ত্যাগস্বীকার নহে?

সর্ব্বশেষে আমরা বলি যে, বিজ্ঞানই যথার্থ ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। অবশ্য, এ স্থলে ধর্ম্মশব্দ অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইল। সত্য বটে, ধর্ম্মনামের আবরণে যে সকল কুসংস্কার মনুষ্যসমাজে প্রচলিত আছে, বিজ্ঞান তাহাদিগের বিপক্ষ, কিন্তু একবার বিজ্ঞানের গাম্ভীর্য্যে উপনীত হও, অমনি দেখিবে, "যথার্থ বিজ্ঞান এবং যথার্থ ধর্ম্ম যমজ ভগিনী, তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট কর, উভয়েই মরিবে। যে পরিমাণে ধর্ম্ম মিশ্রিত হইবে, সেই পরিমাণে বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে, যে পরিমাণে বিজ্ঞান ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে, সেই পরিমাণে ধর্ম্মও অটল হইবে। বিখ্যাত পণ্ডিতেরা যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা কেবল বুদ্ধি-বলে নহে, কিন্তু সেই বুদ্ধি ধর্ম্মের দ্বারা প্রচলিত হইয়া সম্পন্ন করিয়াছে। তাঁহাদিগের যুক্তি এবং তর্ক অপেক্ষা তাঁহাদিগের অধ্যবসায়, তাঁহাদিগের প্রেম, তাঁহাদের নিরপেক্ষতা এবং

তাঁহাদিগের স্বার্থত্যাগে বশীভূত হইয়া সত্য তাঁহাদিগের হস্তগত হইয়াছে,” প্রোফেসর হক্সলি এই কথা বলেন। বিজ্ঞান মানবের ধর্ম্মভাব হ্রাস করে। এ সকল অতি অযৌক্তিক কথা। মনে করুন, এক জন গ্রন্থকারের সকলে প্রশংসা করিতেছে, শব্দসাগর মন্থন করিয়া, সুমিষ্টতা-গন্ধ নিষ্কাশন করিয়া তাঁহাকে উপহার দিতেছে, কিন্তু কেহই তাঁহার পুস্তকের এক পংক্তিও পাঠ করে নাই। এই ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত হইতে উচ্চতম দৃষ্টান্তে উঠা যাউক। বিশ্বপতির অনন্ত ঐশ্বর্য্যের এক কণামাত্রও যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের প্রশংসা অধিক গ্রাহ্য—না, যাঁহারা বিজ্ঞান লইয়া দিবারাত্র তাহার মহিমা অন্বেষণে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছেন, তাঁহাদের প্রশংসা হৃদয়ের অভ্যন্তরভাগ হইতে উঠে? শুদ্ধ ইহাই নহে; বৈজ্ঞানিকই যে কেবল ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতে সমর্থ, তাহা নহে, দিবানিশি নিয়মাবলীর আলোচনা করিয়া, তাহাদের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, অসীম দয়াভাব, অথচ অপ্রতিহত অবশ্যম্ভাবী ফল চিন্তা করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রত্যেক সুকার্য্য-কুকার্য্যের ফল অনিবার্য্য বলিয়া অপেক্ষা করে, অথচ সমস্তই যে মঙ্গলের নিমিত্ত ঘটিতেছে, তাহা মনে করিয়া আনন্দিত হয়। বিশেষতঃ এই অনন্ত দুর্ভেদ্য জগতের মধ্যে আমরা কে এবং অগণ্য সত্তা-পূর্ণ জগতের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধই বা কি, বিজ্ঞান ইহাও স্থির করে।

এক দিকে বিজ্ঞান জ্ঞাতব্য স্থির করায়, অপর দিকে হস্ত-প্রসারণ করিয়া মনুষ্য-মনের অগম্য বিষয় নির্দ্দেশ করে। বিজ্ঞানের তুল্য নম্রতা আর কেহই শিক্ষা দেয় না। চারিদিক্ হইতে মানবের অনেক অলঙ্ঘ্য বাধা দেখাইয়া, তাহার অশুদ্ধ বিশেষরূপে প্রমাণ করে। যদিও বিজ্ঞান সত্যের অনুরোধে নির্ম্মম প্রাচীন কুসংস্কার পদদলিত করে, তেমনি অপর দিকে মনের অতীত নির্ব্বন্ধ সনাতন বিষয়ের নিকট মস্তক অবনত করিয়া আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করে। যে শক্তিতে সমস্ত জগৎ চালিত হইতেছে, বিশেষ সমুদয় জীবন, জগতের সমুদয় চিন্তা, ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি যে মহাশক্তির বিকাশ মাত্র; সেই অনন্ত শক্তির নিকট মানুষের জ্ঞান কত ক্ষুদ্র, কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা প্রকৃত বৈজ্ঞানিকই বুঝিতে সমর্থ।

অতএব দেখা গেল, কি শিক্ষার্থে, কি মানসিক উৎকর্ষসাধনার্থে একমাত্র বিজ্ঞানই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। কি জ্ঞানার্থে, কি ধর্ম্মার্থে, বাক্যশিক্ষা অপেক্ষা কার্য্য-প্রণোদিত বিষয়শিক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ এবং বিজ্ঞানই কেবল ইহা সাধন করিতে সমর্থ।

দেখিলাম, আমরা যাহা নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, যে শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগিতা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সে প্রশ্নের সকল দিক্ হইতে একমাত্র উত্তর আসিল—বিজ্ঞান। যদি জীবন সুনিয়মে রক্ষা করিতে হয়, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি জীবিকা-নির্ব্বাহরূপ অপরোক্ষ প্রাণরক্ষা শিক্ষা করিতে হয়, শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি সমাজের একটি প্রকৃত অঙ্গ হইতে চাও, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি প্রাণ-বিমোহন সঙ্গীত-শিল্পাদি শিখিতে চাও, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান।

মনুষ্য-সমাজের আধুনিক যে অবস্থা, যে অবস্থাকে আমরা সভ্য অবস্থা বলিয়া এত অভিমান করি, তাহা বিজ্ঞান বিনা কোথা থাকিত ? তথাপি বিজ্ঞান-চর্চ্চার বহুল প্রচার হয় না। এসিয়াখণ্ডের একটি গল্প অবলম্বন করিয়া আমরা বলি যে, বিজ্ঞান উক্ত গল্পের সর্ব্বংসহা সর্ব্বকর্ম্মপটু কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায়। কিন্তু সে দিন শীঘ্রই আসিবে, যখন কনিষ্ঠা আপনার গুণের যথোচিত পুরস্কার পাইবে এবং জ্যেষ্ঠারা আপনাদের গর্ব্বের ফলস্বরূপ অন্ধকারে পড়িয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্ঞান-শিক্ষা।

মনুষ্য-সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হয়। এক সময়ে সন্তান বলিয়া সেই সময়ের সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষা-প্রণালীতে পরস্পর সাহায্য থাকে। যে সময়ে মনুষ্যসমাজে বিশেষ বাক্যের একাধিপত্য ছিল, যখন ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা স্ফুর্ত্তি পাইতে না পাইতেই পদদলিত হইত, সে সময়কার শিক্ষাপ্রণালীও ঐরূপ ছিল। "জিজ্ঞাসা করিও না, বিশ্বাস কর" এই বাক্য কি ধর্ম্ম-মন্দিরে, কি বিদ্যালয়ে সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত শাসন বিস্তার করিত। আবার যখন ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি স্বাধীনতা পাইল, বিদ্যালয়েও প্রত্যেক বিষয়ের কারণাদি শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। রাজনৈতিক যথেচ্ছাচারিতার সঙ্গে সঙ্গে যখন লঘু-পাপে গুরু-দণ্ড হইত, যখন রাজার ইচ্ছার উপর প্রজার ধন, মান, জীবন নির্ভর করিত, অশেষবিধ পাশব রাজদণ্ড যখন মনুষ্য-সমাজকে কলঙ্কিত করিত, সে সময়ে শিক্ষার্থীরাও অতি নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহৃত হইত। ক্রমে যখন স্বাধীনতা জন-সমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখনই ছাত্রদিগের প্রতি কঠিন দণ্ডবিধি হ্রাস হইতে লাগিল। যখন সংযমই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, যখন শরীর এবং মনকে সর্ব্বপ্রকার ভোগেচ্ছা হইতে বিরত রাখাই ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদিত হইত, সে সময়ে বালকের নির্দ্দোষ ক্রীড়াও অতি ভীষণ পাপ বলিয়া বাধিত হইত। আবার এক্ষণে বৈষয়িক সুখেচ্ছা মানব-হৃদয়ের ন্যায্য অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, বিশ্রাম এবং নির্দ্দোষ আমোদের এক্ষণে সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে পিতা, মাতা এবং শিক্ষকও বালকের ক্রীড়া এবং চঞ্চলতা ক্ষিপ্র-হস্তে বারণ করিতেছেন না। যে সময়ে লোকে মনে করিত, রাজশাসন দ্বারা নিয়মাবদ্ধ করিলে বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি হইবে, সে সময়ে লোকে শিশুর মনও শিক্ষা

দ্বারা গঠিত হইবে, এই প্রকার মনে করিত,—মনে করিত যে, শিশুর মন কেবল শিক্ষক-প্রদত্ত জ্ঞান-ধারণার পাত্র মাত্র। আবার এক্ষণে যখন বাণিজ্যাদির সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই উন্নতির মূল বলিয়া লোকের ধারণা জন্মিতেছে, যে সময়ে লোক বিশ্বাস করে যে, সমাজ-সংগঠন প্রাকৃতিক নিয়মে অভ্যন্তর হইতে স্ফূর্ত্তি পাইবে, যে সময়ে লোকে বিশ্বাস করে যে, মানসিক স্বভাবসিদ্ধ গতি অপ্রতিহত হইলে অনিষ্টোৎপাদন করে, সে সময়ে লোকে স্ফুটনোন্মুখ মানব-প্রবৃত্তির স্বাধীন আত্মসংগঠনের ভাবকে অল্পই বাধা দিতেছে।

কয়েক শতাব্দী কি ধর্ম্ম-বিষয়ে, কি সমাজনীতি-বিষয়ে সকলের ঐকমত্য ছিল। সকলেই রোম্যান্ ক্যাথলিক, রাজতন্ত্র-শাসনের পক্ষপাতী এবং আরিষ্টটলের ছাত্র ছিল। যে গ্রামার স্কুল নামক শিক্ষাপ্রণালী তখন প্রচলিত ছিল, তাহার বিরুদ্ধে কেহই বাঙ্নিষ্পত্তি করিত না। এক কারণ এই উভয়বিধ একতাকেই ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছে। সেই কারণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্রমপ্রতিষ্ঠা। এই কারণের কার্য্যস্বরূপ আধুনিক প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে এবং এই স্থলে শেষ না হইয়া ক্রমান্বয়ে খ্রীষ্টীয় সমাজের অসংখ্য মতের সৃষ্টি করিতেছে, এই বেগের বিকাশে প্রাথমিক দুইটি রাজনৈতিক দল হইতে প্রতিদিন নূতন নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতেছে, ইহার অভাবে বেকন্ প্রাচীন দার্শনিক মতের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং ইহাই আজি পর্য্যন্ত কত শত নূতন নূতন চিন্তা-তরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছে। শিক্ষাপ্রণালীতেও ইহা দ্বারা কত প্রকারের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। এক আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার কার্য্য বলিয়া এই সকল পরিবর্ত্তন প্রায় এক সময়ে উদ্ভূত হইয়াছে। কি পোপের, কি রাজার, কি দার্শনিকের, কি শিক্ষকের সকল প্রকার আপ্তবাক্যের অবনতি একই প্রকার কার্য্য, এই সকল বিষয়েই এক কারণ বিদ্যমান, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি।

অনেকে হয় ত শিশুশিক্ষার এই প্রকার অসংখ্য মতভেদে দুঃখিত হইবেন, কিন্তু প্রশস্তচেতা পণ্ডিত এই সকলের মধ্যে যথার্থ প্রণালীনির্ব্বাচনের উপায় দেখিতে পান। ধর্ম্ম-বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা যে প্রকার কার্য্যকর হউক

না কেন, শিক্ষা সম্বন্ধে উহা ভ্রমশ্লাঘবতা উৎপাদন করিয়া বহুল চর্চ্চার সহায়তা করে। যদি আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রণালী অবগত হইতাম, তাহা হইলে ঐ প্রকার মতভেদ অমঙ্গলের কারণ হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া এই মতভেদ বিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া যথার্থ প্রণালী-নির্দ্ধারণ সুগম করিয়া দিতেছে। পরস্পরের ভ্রমসংশোধন অনেক পরিমাণে সহজ হইতেছে এবং এই প্রকারে শেষ আমরা যথার্থ প্রণালীতে উপনীত হইব। মনুষ্যমত তিন প্রকার অবস্থা দিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

১। অজ্ঞতার ঐকমত্য। ২। জিজ্ঞাসুর অবিশ্বাস। ৩। জ্ঞানের ঐকমত্য। দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয়টি তৃতীয়ের জনক, অতএব শিক্ষা-প্রণালী-নির্ব্বাচনের এই প্রকার মতভেদ পুনর্ব্বার সত্য শিক্ষা-প্রণালীর যে পিতা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল, শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্কবিতর্ক এবং বিবিধ প্রকার অনুসন্ধানাদি হইতেছে, এক্ষণে দেখা যাউক, ইহার দ্বারা আমরা কত পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছি।

প্রত্যেক ভ্রমের দমন হইলে তাহার ঠিক প্রতিবাদী ভ্রমের কিয়ৎকাল জয় হয়। যে সময় লোকে শারীরিক বলবিধানই যথার্থ শিক্ষা বলিয়া মনে করিত, তাহার ব্যত্যয় হইলে মানসিক চর্চ্চাই প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। যে প্রকার একটি ভ্রমের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আর একটি ভ্রমে উপনীত হইয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, দুইটিই একটি মূল সত্যের এক এক প্রান্ত মাত্র, সেই প্রকার এক্ষণে আমরা শারীরিক মানসিক উভয়বিধ শিক্ষা একত্র করিয়া যথার্থ সত্যানুসন্ধানে চেষ্টা পাইতেছি। বলপূর্ব্বক শিশুমস্তিষ্কে জ্ঞান প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করা এক্ষণে আর হয় না, প্রাকৃতিক নিয়ম-সংরক্ষণের উপকার এবং তাহাদের সুনিয়মে প্রতিপালন করার উপযোগিতা এক্ষণে লোকে বুঝিতেছে। লোকে বুঝিতেছে যে, সময়ের যথাসাধ্য সুব্যবহার করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। এক্ষণে বালককে পাঠ বা গ্রহ করান অভ্যাস ক্রমে লোপ পাইতেছে। প্রাচীন প্রণালীতে অক্ষর-পরিচয়ের বিরুদ্ধে এক্ষণে সকলে দণ্ডায়মান

হইতেছেন। বালকের স্বাভাবিক জ্ঞানলাভেচ্ছা এক্ষণে সকলে বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা পান। ব্যাটারসি নামক স্কুলের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে, "তথায় প্রাথমিক শিক্ষা সমস্তই মৌখিক দেওয়া হয় এবং প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেওয়া হয়।" যদিও এক্ষণে অগ্রে নিয়ম, পশ্চাৎ দৃষ্টান্ত-শিক্ষার বহুল প্রচার আছে, তথাপিও লোকে বুঝিতেছে যে, অগ্রে বহু দৃষ্টান্ত, পশ্চাৎ নিয়মের নিষ্কাশনই স্বাভাবিক। যে সকল বিষয় আমরা আপনাদের প্রয়াসে শিক্ষা করি, তাহা প্রায়ই বিস্মৃত হই না। "যাহা সহজে আসে, তাহা অল্পেই যায়," এ কথা অর্থাগম সম্বন্ধে যে প্রকার সত্য, শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই প্রকার। যদি কেবল কতকগুলি নিয়ম শিক্ষা করা যায়, তাহা শীঘ্রই স্মরণশক্তি হইতে বিস্মৃত হয়। যদি স্বযত্নে দৃষ্টান্ত-সমূহ হইতে উক্ত নিয়ম শিক্ষা করা যায়, তাহা হইলে তাহা কখন স্মরণপথের অতীত হয় না। ঐ প্রকার শিক্ষা না হইবার প্রধান দোষ এই যে, যে সকল নিয়ম বালক শিক্ষা করিয়াছে, তাহার বাহিরে গেলেই হস্তপদ বদ্ধ হইয়া যায়, যে নিজ আয়াসে শিক্ষা করে, তাহার নিকট নূতন বিষয় কেবল পূর্ব্বের ন্যায় যত্নসিদ্ধ। অগ্রে দৃষ্টান্ত, পরে নিয়ম, ইহাই প্রাকৃতিক পর্য্যায় এবং যে বুদ্ধি যত পরিমাণে এই প্রকার নিয়ম সকল সযত্নে নিষ্কাশিত করিতে সমর্থ, সে বুদ্ধি সেই পরিমাণে উন্নত।

এই প্রকার নিয়মাবলী শেষ শিক্ষণীয় বলিয়া লোকের জ্ঞান হওয়ায় ব্যাকরণ এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রথমেই অধীত হয় না। ব্যাকরণ ভাষার বিজ্ঞান-স্বরূপ, অগ্রে ভাষাজ্ঞান না জন্মিলে ব্যাকরণশিক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র। ব্যাকরণ-সৃষ্টির পূর্ব্বে কি লোকে কবিতাদি লিখিত না? আরিষ্টটল ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে কি লোকে বিচার করিত না?

প্রাচীন কয়েকটি বিষয় লোপ হইয়া এক্ষণে কয়েকটি নূতন বিষয়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির আলোচনা ইহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বহু দর্শনের পর লোকে এক্ষণে স্বীকার করে যে, শিশুদিগের গাঢ় পর্য্যবেক্ষণ-চেষ্টার অনেক উপযোগিতা আছে। শিশুর যে সকল অঙ্গবিক্ষেপ এবং ক্রীড়া পূর্ব্বে কেবল ক্রীড়া অথবা দৌরাত্ম্য বলিয়া গৃহীত হইত, এক্ষণে তাহা পরবর্ত্তী সমুদয় জ্ঞানোপার্জ্জনের ভিত্তি বলিয়া গৃহীত হই-

তেছে। এই জন্যই লোকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থবোধ শিক্ষা দিবার যত্ন করিতেছে, কিন্তু সবিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। দ্রষ্টব্য এবং স্পর্শক্ষম পদার্থ সকলের যথাযথ জ্ঞান ব্যতিরেকে আমাদের বোধ, আমাদের মীমাংসা এবং আমাদের কার্য্যে জড়তা থাকিবে। বস্তুতঃ বহু-পরিমাণে পর্য্যবেক্ষণ সকল প্রকার সিদ্ধির অগ্রগামী! কেবল যে পদার্থ-বিৎ, শিল্পী এবং প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের পক্ষে উক্ত অভ্যাস উপযোগী, তাহা নহে; কেবল যে চিকিৎসকের রোগ-নির্ণয়ের আবশ্যক, তাহা নহে; কেবল যে নৃপতির পক্ষে উহা একান্ত প্রয়োজন, তাহা নহে;—দার্শনিকেরও উহা আবশ্যক এবং জগৎ তাঁহাকেই কবি বলে—যিনি পূর্ব্বগামীদের অলক্ষিত কতকগুলি বস্তুর মধ্যে এরূপ নূতন সম্বন্ধ দেখা-ইতে পারেন, যাহা লোকে পড়িবামাত্র যথার্থ বলিয়া বুঝিতে পারে।

যে পরিমাণে দৃষ্টান্ত ছাড়া সত্য শিক্ষা কমিতেছে, সেই পরিমাণে দৃষ্টান্তসহ সত্য-শিক্ষার আদর বাড়িতেছে। এক্ষণে অনেক স্থানে ছোট ছোট গোলাপূর্ণ কাষ্ঠফ্রেমের দ্বারা সামান্য গণিত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রোফেসর ডিমরগ্যান্ যে উপায়ে দশমিক ভগ্নাংশ শিক্ষা দেন, তাহাও এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত।

ম্যোশ্যু মারসেল প্রাচীন রীত্যনুসারে ওজন-পরিমাণাদির নামতা অভ্যাস না করাইয়া কয় ফুটে এক গজ হয় ইত্যাদি স্বহস্তে মাপিয়া বাহির করিতে বলেন। অনেক স্থলে বিবিধ প্রকারের খণ্ড খণ্ড কাষ্ঠ সকল বালককে ক্রীড়া করিতে দেওয়া হয়, উহারা এ প্রকার ভাবে খণ্ডিত যে, তাহাদিগকে একত্র করিলে জ্যামিতি এবং ভূগোলের নানা-প্রকার প্রযুক্ত আকৃতি ধারণ করে। এই সকল ফলক সাজাইতে সাজাইতে বালকের মন সেই আকৃতিতে অভ্যস্ত হইয়া আইসে; অতএব স্পষ্টই উপ-লব্ধি হইতেছে যে, এই প্রণালীর উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল অবস্থার মধ্য দিয়া মনুষ্য-সমাজ আধুনিক অবস্থায় আনীত হইয়াছে, বালককে সেই প্রকার স্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়া উপনীত করা।

আর একটি অতি গুরুতর পরিবর্ত্তন হইতেছে। যতদূর সম্ভব, এক্ষণে জ্ঞানশিক্ষা আনন্দজনক করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। লোকের এক্ষণে

বিশ্বাস হইতেছে যে, বালকের মন যখন যে প্রকার জ্ঞানার্জ্জনের ইচ্ছা প্রকাশ করে, সে অবস্থায় সেই জ্ঞানই তাহার উপযোগী এবং তাহার বিপরীতাচরণ হইলে অবশ্যই অনিষ্টপাত হয়। ম্যোসু মার্শেল বলেন, বালকের বিবিধ প্রকার দ্রব্যের জন্য স্বাভাবিক ইচ্ছা পরিপুষ্ট করা উচিত। এইরূপে তাহার কৌতূহল চরিতার্থের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-শিক্ষা হইবে। বালক কোন বিষয়ে বিরক্তি দেখাইবার পূর্ব্বেই সেই বিষয়ের শিক্ষা বন্ধ করিবে। লোকের এই সকল বিষয়ে ক্রমশঃ যে ধারণা হইতেছে, স্কুলে মধ্যে মধ্যে অবকাশ দেওয়া এবং দলবদ্ধ করিয়া সুন্দর সুন্দর স্থান পরিদর্শনের জন্য বালকদিগকে লইয়া যাওয়াই তাহার নিদর্শন। যে প্রকার এক্ষণে বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে সুখান্বেষণই সমাজতন্ত্রের মুখ্যপথ, সেই প্রকার এক্ষণে বিদ্যালয়েও শিক্ষা আমোদজনক করিবার চেষ্টা হইতেছে।

প্রত্যেক স্বাভাবিক ইচ্ছা-সাধনে আনন্দ হয় এবং সেই আনন্দই সেই সেই ইচ্ছাসাধনে প্রবৃত্ত করায়। অতএব দেখা গেল যে, যে সকল পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতেছে, সে সমস্তই স্বভাবের অনুগামী বলিয়া মোদনীয়। এই প্রকারে আমরা পেষ্টালজি দ্বারা বহুকাল পূর্ব্বে প্রচারিত সত্যের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষা এবং তাহার প্রণালী উভয়ই স্বাভাবিক হওয়া উচিত। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কতকগুলি জ্ঞাতব্য আছে এবং ইন্দ্রিয় সকলের ক্রমোন্নতির একটি আনুপূর্ব্বিক ন্যায় আছে। ঐ সকল বিশেষ জ্ঞান এবং এই ন্যায়ের যথার্থ ধারণাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। যে সকল উন্নতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সকলগুলিই এই ধারণার চেষ্টা মাত্র এবং এক্ষণে শিক্ষকদিগের মধ্যে এই বিষয়ের এক প্রকার আভাষ উত্থিত হইয়াছে বোধ হয়। মার্শেল বলেন, "প্রকৃতি প্রণোদিত প্রণালীই সকল প্রণালীর আদর্শ।" মিঃ ওয়াইজ বলেন, "বালককে আপনাকে আপনি শিক্ষা দিতে দাও, ইহাই শিক্ষার নিগূঢ় রহস্য।" যে প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রচলিত তীব্র ঔষধ এবং পথ্য আধুনিক মৃদু ঔষধের দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে, যে প্রকার আমরা জানিতে পারিয়াছি, বালককে পাপুয়ান-

দিগের ন্যায় আবদ্ধ করিয়া নানা প্রকার অস্বাভাবিক শারীরিক গঠন করা অন্যায়, যে প্রকার আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, সকল প্রকার কৌশলপূর্ণ উপায় অপেক্ষা কয়েদীদিগকে পরিশ্রম করানই কারাগারের শান্তি-রক্ষার একমাত্র উপায়, সেই প্রকার শিক্ষাতেও অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন না করিয়া স্বাভাবিক সংগঠনের বিকাশকে সাহায্য করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। প্রাকৃতিক পরিপোষণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে, এই মৌলিক সত্য যে একেবারে অনাদৃত হইয়াছিল, তাহা নহে। শিক্ষকেরা কতক পরিমাণে তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালীকে এই নিয়মের বশবর্ত্তী না করিয়া থাকিতে পারেন না; কারণ, ইহা ভিন্ন শিক্ষার আর দ্বিতীয় পথ নাই। তেরিজ শিক্ষার পূর্ব্বে কখনও ত্রৈরাশিক শিক্ষা দেওয়া হয় নাই, জ্যামিতির পূর্ব্বে কনিক্‌সেক্‌শান্ শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের মহৎ দোষ এই যে, যাহা তাঁহারা সমগ্র বিষয়ে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন, তাহা তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়ে স্বীকার করিতেন না! মনে করুন, দুইটি বস্তু পৃথক্‌ভাবে ব্যবধানবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত, এই একটি ধারণা, আর একটি অতি মহান্ ধারণা—যেমন এই দেশপর্ব্বত-নদী-পর্ব্বতাদি-পরিবেষ্টিত অতি বৃহৎ ভূমণ্ডল প্রচণ্ডবেগে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। এই দুইটি ধারণার মধ্যে যদি অনেক সময় ব্যবধান রাখিতে হয়, যদি ক্ষুদ্র হইতে ক্রমে বৃহৎ ধারণা তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয়, তাহা হইলে কি স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে না যে কতকগুলি ক্রমস্তর ভিন্ন শিশু-মনের আর গন্তব্য নাই? প্রত্যেক বৃহৎ ধারণা যাহাতে ক্ষুদ্র হইতে বালক ক্রমে উপনীত হয়, তাহা কতকগুলি ক্ষুদ্র ধারণা সমষ্টি। অতএব অংশ-শিক্ষা না দিয়া একেবারে সমষ্টি-শিক্ষা দেওয়া কি অজ্ঞের কার্য্য নহে? যে শিক্ষা এই ক্রমস্তরের বশবর্ত্তী নহে, সেই শিক্ষাই বালকদিগের বিরাগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

যদি শিক্ষা এই প্রকার স্বাভাবিক বলিয়া প্রমাণিত হইল, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, "তবে কেন শিক্ষা দেও? বালককে কেন প্রকৃতির হস্তে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক না?" ইহার উত্তর দিতে আমরা প্রবৃত্ত হই। প্রকৃতির একটি নিয়ম এই যে, যে

জীবের শরীর যত পরিমাণে জটিল, তাহাকে তত অধিক পরিমাণে শৈশবে খাদ্য এবং রক্ষার নিমিত্ত মাতৃ-আশ্রয় লইতে হয়। অতি সহজে উৎপাদিত হয়, এ প্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের বীজে এবং দীর্ঘকাল বর্দ্ধনশীল, পুষ্টির নানা প্রকার উপায়বিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষের বীজে যে অতি মহৎ অন্তর, তাহা এ স্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ। উদ্ভিদ্-রাজ্য হইতে জীব-রাজ্যে আসিলে দেখিতে পাই যে, একটি মানাড্ স্বীয় জনকের শরীরের অর্দ্ধবিভক্ত ভাগ হইতে উৎপন্ন হইবামাত্র জনক মানাড্‌টি যে প্রকার কার্য্যক্ষম, সেও সেই প্রকার কার্য্যক্ষম এবং স্বাবলম্বনবিশিষ্ট হয়, এবং আর একটি মনুষ্য-শিশু কত দিন ধরিয়া জন্মিবে, আবার জন্মিয়া কত দিন মাতার স্তন্যপান করিবে এবং রক্ষণাবেক্ষণে থাকিবে, এই নিয়ম যে কেবল শরীরের সম্বন্ধে, তাহা নহে, মনের সম্বন্ধেও এই-রূপ। মানসিক গঠনের নিমিত্তও প্রত্যেক উচ্চ-শ্রেণীর জীব এবং বিশেষতঃ জনক-জননীর উপর নির্ভর করে। সঞ্চরণে অক্ষম শিশু আপনার খাদ্যাহরণের ন্যায় মানসিক প্রবৃত্তিসমূহের ক্রিয়োপযোগী বস্তু আহরণেও অক্ষম। যেমন সে আপনার খাদ্যপাকে অক্ষম, সেই প্রকার কতকগুলি জ্ঞানকে ধারণাক্ষমভাবে আনয়ন করিতে অপারগ। উচ্চ সত্য-সংগ্রহের একমাত্র উপায় ভাষা, তাহাও সে অপরের নিকট শিক্ষা করে। আভিরণ প্রদেশে ধৃত বন্য-বালকের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সহায়তা না পাইলে মনুষ্যের প্রবৃত্তি সকল অত্যন্ত ব্যাহত হয়। যেরূপ যথাসময়ে, যথানিয়মে, যথার্থ উপযোগী খাদ্যাদি প্রদান করা উচিত, সেইরূপ মানসিক খাদ্যাদি প্রদান করাও কর্ত্তব্য। পিতা-মাতার দেখা উচিত যে, কি মানসিক, কি শারীরিক, সকল প্রকার উন্নতির উপযুক্ত উপাদান সমস্ত বাধা পাইতেছে কি না; যে প্রকার পিতা মাতা বস্ত্র প্রদান করিয়া খাদ্য প্রদান করিয়া এবং আশ্রয় দান করিয়া বালকের স্বাভাবিক শরীরপুষ্টির কোনরূপ বাধা দেয় না, সেইপ্রকার মানসিক প্রবৃত্তি সকলকেও অনুকরণ যোগ্য বস্তু প্রদান করিয়া, পঠন যোগ্য পুস্তক প্রদান করিয়া, মীমাংসা জন্য প্রশ্ন করিয়া এবং কোন প্রকার বাধা প্রদান না করিয়া শিশুমনের স্বাভাবিক উন্নতিতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করা কর্ত্তব্য। অতএব

দেখা গেল, স্বাভাবিক বলিয়া যে শিক্ষার কোন উপযোগিতা নাই, তাহা নহে, প্রত্যুত বিশেষ উপযোগিতা আছে।

পেষ্টালজি প্রচারিত শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে যে সকল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার কোনটিই সুফল প্রসব করে নাই; এই বলিয়া লোকে তাঁহার মতকে ভ্রান্ত বলে। কিন্তু দেখা উচিত, ঐ সকল স্কুল তাঁহার মতকে প্রকৃতরূপে কার্য্যকারী করিবার উপযুক্ত কি না? অস্ত্র যত উত্তমই হউক না কেন, অজ্ঞ কারিকরের হস্তে তদ্দ্বারা কোন কার্য্য সম্ভব নহে। কোন মত কোন বিশেষ কার্য্য-প্রকারের মধ্য দিয়া চালিত হইলে সেই প্রকারের দোষে যদি আশানুরূপ ফল প্রসব না করে, তাহা হইলে মত কি ভ্রান্ত হইল? বাষ্প-শকট নির্ম্মাণের প্রথম প্রথম চেষ্টা বিফল হইয়াছিল বলিয়া কি বাষ্প-শক্তির অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা উচিত ছিল? আমরা স্বীকার করি যে, যত দিন পর্য্যন্ত না মনোবিজ্ঞান প্রকৃত পক্ষে উন্নত হইতেছে, তত দিন কোন প্রকার সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী অসম্ভব; তথাপিও কতকগুলি সত্যের সাহায্যে আমরা সেই দিকে অনেক পরিমাণে অগ্রসর হইতে পারি।

১। শিক্ষাকার্য্যে সহজ সহজ হইতে ক্রমশঃ জটিল ব্যাপার উপস্থিতই হওয়া উচিত। মন যে প্রকার স্বভাবতঃ সামান্য হইতে জটিল ব্যাপারে উপস্থিত হয়, ঠিক সেই প্রকার শিক্ষা হওয়া উচিত। অতএব অগ্রে সামান্য এবং অতি অল্প বিষয় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া অবশেষে দুরূহ এবং অনেকগুলি বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত।

২। সকল প্রকার গঠনের ন্যায় মানসিক গঠনও অনির্দ্দিষ্ট এবং অপরিষ্কার হইতে নির্দ্দিষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে উপনীত হয়। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় মস্তিষ্কও কেবল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণতা লাভ করে এবং যে পরিমাণে ইহার গঠন অসম্পূর্ণ থাকে, সেইপ্রকার কার্য্যও অপরিস্ফুট হয়। সেই জন্য অঙ্গচালনার এবং বাক্‌স্ফূর্ত্তির প্রথম উদ্যমের ন্যায় জ্ঞান এবং চিন্তার প্রথম অবস্থা অপরিস্ফুট। শিক্ষাতেও আমাদিগের পন্থা অনুসরণ করা উচিত। শিশুকে কখনই প্রথম প্রথম পরিস্ফুট এবং সম্পূর্ণভাব শিক্ষা করিতে দেওয়া উচিত নহে। হয় ত শিক্ষক মনে করেন

যে, ভাববাহী কতকগুলি কথা শিখাইতে পারিলে আপনা আপনি ভাব আসিবে; কিন্তু বালককে প্রশ্ন করিলে দেখা যায়—হয় সে কেবল শব্দ মুখস্থ করিয়াছে, অথবা শব্দমধ্যস্থ ভাব অতি অপরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে।

ক্রমে যখন বহুদর্শন দ্বারা পরিস্ফুট জ্ঞানের শক্তি জন্মায়, তখনই সে কেবল স্পষ্টভাব ধারণা করিতে পারে।

৩। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষা সমস্ত সমাজের শিক্ষার ন্যায় হইবে। যে পথ অবলম্বন করিয়া সমগ্র জাতি শিক্ষিত হইয়াছে, সেই পথে প্রত্যেক বালকও শিক্ষিত হইবে। সমগ্র মানব-সমাজ যে প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মে জ্ঞানলাভ করে, প্রত্যেক শিশুরও সেই প্রকার জ্ঞান-লাভ হওয়া উচিত। অনেক মানসিক শক্তি পুরুষানুগত হয়, এই জন্য একটি জাতির একটি সমগ্র ভাব পুরুষানুগত হইয়া আছে। ফরাসী শিশু বিদেশে প্রতিপালিত হইলেও ফরাসী মানব হইয়া উঠে। আবার জগতের সমস্ত জাতির মধ্যে উন্নতির পথে বাস্তবিক বিভিন্নতা নাই, সমস্ত জাতিই এক পথ অবলম্বনে উঠিয়াছে। যে যে সোপান দ্বারা সমস্ত মানব জাতির উন্নতি হইতেছে, সেই সেই সোপান ভিন্ন উঠিবার আর উপায়ান্তর নাই। অতএব শিক্ষাও তদনুযায়ী হওয়া উচিত।

৪। সকল বিজ্ঞানই প্রথমে বহুদর্শন, পরে নিয়মাবলীতে পরিণত হইয়াছে। এই জন্য প্রথমে শিশুকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়া পরে যুক্তি ও বিচারমার্গ প্রদর্শিত করা উচিত।

৫। বালককে যত দূর সম্ভব আপনাকে আপনি শিক্ষিত করিতে দেওয়া উচিত। বালককে যত দূর সম্ভব অল্পবিষয় অপরে বলিয়া দেওয়া উচিত এবং সমস্ত ভার তাহার হস্তে নিক্ষেপ করা উচিত। আমরা শৈশবে চতুর্দ্দিকেই বস্তু-সমূহের যে ইন্দ্রিয়-সাহায্য-জ্ঞান লাভ করি, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক এবং কঠিন। যদি এ প্রকার দুরূহ ব্যাপার আত্ম-চেষ্টায় সাধিত হয়, তবে অন্য সকল চেষ্টা করিতে দেওয়া না হইবে কেন?

৬। কোন শিক্ষা-প্রণালী উপযুক্ত কি না, বিচার করিতে হইলে

আমরা জিজ্ঞাসা করিব, তাহাকে বালকের মনে আনন্দোৎপাদন করে কি না? যদিও আপাততঃ যুক্তিতে কোন বিশেষ প্রণালী উত্তম বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদি বালক তাহাতে বিরক্তি প্রদর্শন করে, তাহা হইলে নিশ্চিত জানা উচিত যে, ঐ প্রণালী উপযুক্ত নহে। ফেলেনবর্গ বলেন, "অনেক দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে যে, বালকের আলস্য কুশিক্ষার ফলমাত্র, যদ্যপি শারীরিক ব্যাধিবশতঃ না হয়।" তাহা হইতে কেবল যে সকল বিষয় লিখিত হইল, তাহার প্রকৃত ধারণার জন্য আমরা উদাহরণ দিতেছি। পেস্‌টালজি বলেন, "যে সময়ে শিশু দোলনায় শুইয়া থাকে, তখন হইতেই কতকগুলি শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। শয্যাস্থ শিশুর চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত দৃষ্টি যে কেহ নিরীক্ষণ করিয়াছে, তাহাকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, শিক্ষা বাস্তবিক তখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে, আমরা ইচ্ছা করি অথবা না করি। শিশু যাহা সম্মুখে পাইতেছে, তাহাই হস্তে লইতেছে এবং লেহন করিতেছে, শব্দ শুনিলেই সেই দিকে কর্ণ দিতেছে; বিচক্ষণ দর্শক এই স্থানেই, যে শক্তি পরে কত নিগূঢ় নক্ষত্রতত্ত্ব আবিষ্কার করিবে, কত প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে, কত রাগ-রাগিণী সৃষ্টি করিবে, তাহার প্রথম অঙ্কুর দেখিতে পান। যদি এইরূপে শিশু আপনা হইতে অতি-শৈশবেই শিক্ষা আরম্ভ করে, তাহা হইলে আমাদের কি তাহাকে কতগুলি শিক্ষিতব্য বিষয় দেওয়া উচিত নহে?" পূর্ব্বে যে প্রকার বলা হইয়াছে, পেষ্টালজির মত এবং কার্য্যপ্রণালী পরস্পর-বিরোধী। বানানশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন;—

"বানান্-পুস্তকে ভাষার যত প্রকার উচ্চার্য্যধ্বনি হইতে পারে, সমস্তই সন্নিবেশিত হওয়া উচিত এবং অতি শৈশবাবস্থাতেই শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। শয্যাস্থ শিশুর নিকট তাহা বলিবে এবং ইহা দ্বারা উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে শিশুর মনে ঐ সকল শব্দের ধারণা জন্মিবে।"

এই মতের সহিত তাঁহার মাতৃ-পাঠ্য" নামক পুস্তকে লিখিত শিশু-শিক্ষার সহিত মিলাইলে, (যে পুস্তকে তিনি শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং তাহাদের কার্য্য প্রথম শিক্ষা দিয়াছেন) স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, অতিশয় শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত এত জটিল যে, কোন প্রকার

প্রকৃত উপযোগী প্রণালী-নির্ব্বাচন তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। এক্ষণে মনোবিজ্ঞান এ বিষয়ে কি বলে, দেখা যাউক।

মিশ্রজ্ঞানের পূর্ব্বে অমিশ্রজ্ঞান হয়। অতএব শিশুর প্রথমে আলোক-উত্তাপ, কাঠিন্য ইত্যাদির অমিশ্রজ্ঞান হইয়া থাকে। নানা প্রকার অমিশ্র আলোকজ্ঞান না হইলে আকৃতিজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। শব্দ ও স্পর্শ সম্বন্ধেও এইরূপ। এই প্রাকৃতিক শিক্ষা অনুসরণ করিয়া বিবিধ বর্ণের বিবিধ প্রকার উচ্চ-নীচ শব্দ করা উচিত। শিশু এই বিবিধত্ব কত ভালবাসে, তাহার ক্ষুদ্র একটি বোতামে অনুরাগ, নূতন একটি শব্দ শুনিবা-মাত্র সেই দিকে কর্ণপাত করা ইত্যাদি দেখিলেই জ্ঞাত হওয়া যায়। যখন কোন প্রবৃত্তি আপনা আপনি স্ফুরিত হইতে থাকে, সেই সময়ে সেই প্রবৃত্তি যেরূপ উজ্জলরূপে ভাবধারণে অক্ষম, অন্য কোন সময়ে সেরূপ হয় না; আবার এই সময়ে অন্য কোনরূপ শিক্ষাও দেওয়া হইতে পারে না। অতএব সময়ের সদ্ব্যবহারস্বরূপ সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত পদার্থ শব্দাদি-প্রদান দ্বারা শিশুকে কতকগুলি অমিশ্রভাব শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাপূরণরূপ আনন্দে শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। ইন্দ্রিয় সকলের শিক্ষার ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমস্ত এই প্রকার প্রাকৃতিক উপায়ে শিক্ষা দিতে হইবে। সকলেই দেখিয়াছেন, ক্রোড়স্থ শিশু একটি খেলানা পাইলেই, যিনি ক্রোড়ে করিয়াছেন, তাঁহার মুখের কাছে ধরে। যদি হস্তসংঘর্ষণে কোন পদার্থ হইতে হঠাৎ একটি শব্দ নিঃসৃত হয়, শিশু বারংবার তাহা করিতে থাকে আর মাতার মুখের দিকে চায়, যেন বাকশক্তি থাকিলে বলিত, "শুন কেমন শব্দ!"

একটুকু বড় হইয়া যখন কথা কহিতে শিখে, নূতন একটি দ্রব্য পাই-লেই ছুটিয়া মার কাছে আসে, বলে, 'মা, কেমন জিনিস দেখ!' আক্ষে-পের বিষয়, অধিকাংশ মূর্খ মাতা "আ, বিরক্ত করিও না" বলিয়া শিশুর এই স্বাভাবিক শিক্ষায় বাধা দেন। আমাদের কি উচিত নহে যে, আমরা এই স্বাভাবিক শিক্ষায় সহায়তা করি? শিশুর সকল কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করি? বুদ্ধিমতী মাতা এ স্থলে কি করেন? তিনি ধীরে ধীরে শিশুর মনে দৃষ্ট দ্রব্যের গুণ প্রবিষ্ট করাইতে চেষ্টা করেন। শিশু

একটি বিষয় বুঝিতে পারিতেছে না, মাতা দেখিলেন, শিশু বার বার চেষ্টা করিয়াও সফলপ্রযত্ন হইল না, নিজে বলিয়া দিলেন। আবার একটি বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে তাহার কি আনন্দ! এই প্রকার শিক্ষা গৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বিস্তৃত করিতে হইবে। যে কোন উদ্ভিজ্জবিৎ কখন কতকগুলি বালক সঙ্গে লইয়া উদ্ভিজ্জাদির অন্বেষণে কখন গিয়াছেন, তিনিই জানেন, কি আগ্রহ সহকারে তাহারা প্রত্যেক লতা-পুষ্পের বিবরণ জানিতে চাহে।

অনেকে হয় ত বলিবেন, ঐ প্রকার করা কেবল অমূল্য সময় এবং উত্তম বৃথা নষ্ট করা। যে সময়ে বালক ঐ সকল অনুসন্ধান করিবে, সে সময়ে হিসাবাদি শিখিলে অনেক উপকার দেখিবে। ইহাঁরা অর্থই জীবনের মধ্যে কেবল সার দেখিয়াছেন। যদি মনুষ্যের অন্য কোন মহান্ উদ্দেশ্য থাকে, যদি মনুষ্য কেবল অর্থাগমের যন্ত্রস্বরূপ সৃষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রকার শিক্ষার আবশ্যকতা আছে সন্দেহ নাই। আবার ঐ প্রকার জ্ঞান ব্যতিরেকে জীবন কি, কি নিয়মে চলিতেছে, অনন্ত জগৎ কি নিয়মে বদ্ধ, এ সকল না জানিলে অর্থাগম দূরে থাকুক্, স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে। অতি আনন্দের বিষয়, শৈশবাবস্থায় চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার আদর ক্রমে বাড়িতেছে; কিন্তু যে প্রকার অন্যান্য বিষয়ে প্রদর্শিত হইল, সে প্রকার স্বাভাবিক হইতেছে না। বালকেরা যে প্রকার বর্ণ-প্রিয়, তাহা দেখিলে বোধ হয়, অগ্রে বর্ণ-শিক্ষা দিয়া সঙ্গে সঙ্গে আকৃতি শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহা না হইয়া অগ্রে বিবিধ প্রকারের রেখা এবং আকৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

জ্যামিতি-শাস্ত্রের মূল সত্যশিক্ষা বিষয়ে মেঃ ওয়াইজ্ বলেন—বালককে কতকগুলি সমখণ্ড বিভক্ত কিউব দেওয়া উচিত। ঐগুলিকে সংযোগে-বিয়োগ করিতে করিতে বালক গণিত এবং জ্যামিতির মূল সত্য সকল আপনা আপনি শিখিবে। এই প্রকারে ক্রমে ঐ বিভক্ত গোলাকৃত কাষ্ঠখণ্ড প্রদান করা উচিত।

জ্ঞানশিক্ষার দুইটি সাধারণ নিয়মের বিষয়ে আরও দুই একটি কথা না বলিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতে পারি না।

সেই দুইটি নিয়মই অতিপ্রয়োজনীয় অথচ অত্যন্ত অনাদৃত। প্রথম, শৈশবাবধি আজীবন অধিকাংশ শিক্ষা আপনার চেষ্টায় হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত শিক্ষা আনন্দদায়ক হইবে। শিক্ষা সহজ হইতে জটিল, অপরিস্ফুট হইতে উজ্জ্বল, মিশ্র হইতে শুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক—যদি মনোবিজ্ঞানের মত হয়, তাহা হইলে স্বাবলম্বন এবং আনন্দ সহকারে শিক্ষা হইয়াছে কি না, এই দুইটি ইহার পরীক্ষাস্বরূপ। কারণ, যে পর্য্যায়ে আমাদের মনোবৃত্তি সকল স্ফুরিত হয়, সেই প্রকার শিক্ষাক্রম নির্দ্দিষ্ট হইলে অনায়াসেই হইবে, অতএব কষ্টকর হইতে পারে না। স্বাভাবিক পর্য্যায়ে শিক্ষার আরও উপকার আছে। ইহা দ্বারা শিক্ষিত বিষয় কখনও স্মৃতিচ্যুত হয় না। যাহা আপনার যত্নে এবং ধারণাশক্তির বল অনুসারে শিক্ষা করা যায়, তাহা মনোমধ্যে গ্রথিত হইয়া যায়। আবার এই প্রকার স্বযত্নে কতকগুলি বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিলে অপরগুলি আয়ত্ত করা সহজ হইয়া উঠে। আরও ইহা দ্বারা জীবনের প্রধান সহায় সাহস, মনোযোগ, অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত শিক্ষা আনন্দদায়ক হওয়া উচিত। ফল বিবেচনা করিয়াই যে আনন্দদায়ক হইবে, তাহা নহে, স্বাভাবিক চেষ্টা বলিয়াই আনন্দদায়ক হইবে। আবার যে বিষয় আনন্দসহকারে শিখা যায়, তাহা অন্য বিষয়াপেক্ষা অধিক শিক্ষা করা যায়। যে বিষয় আনন্দ প্রদান করে, তাহাতে অধিক মনোযোগ হয়, অতএব অধিক মনে থাকে। পঠিতব্য অতি কর্কশ, কাজেই তাহাতে মনঃসংযোগ হয় না, সুতরাং সহজে আয়ত্ত হয় না; শিক্ষক ছাড়িবার নহেন, ভর্ৎসনা-প্রহারাদি আরম্ভ করিলেন, জন্মের মত বালকের চরিত্রে দাগ পড়িয়া গেল। যত দিন বিদ্যালয়ে গুরুজনভয়ে, শিক্ষকের ভয়ে, সুখ্যাতির লোভে বালক পড়িত, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই সব সাঙ্গ হইল। কিন্তু যদি আত্মচেষ্টায় এবং আনন্দসহকারে পড়িত, তাহা হইলে চিরজীবন সেই আনন্দলাভের আশায় বিদ্যা উপার্জ্জন করিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নৈতিক শিক্ষা।

আমাদিগের প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর যে অভাব সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা উপেক্ষিত। জীবনের কর্ত্তব্যসাধন যাহাতে সুচারুরূপে হয়, এই প্রকার শিক্ষাই প্রয়োজনীয়; এ জ্ঞান সকলেরই আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সন্তানপালনরূপ অতি গুরুতর বিষয়ে কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। "ভদ্রলোকের উপযুক্ত" শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে একটি জীবনের কত বৎসর যায়, বালিকারা নিমন্ত্রণ-সভায় বাহবা লইবার জন্য কত বৎসর শিক্ষিত হয়, কিন্তু সন্তানপালন কিরূপে করিতে হইবে, কিছুই শিখে না। এই গুরুতর শিক্ষা সকল শিক্ষার শেষ হওয়া উচিত। যে প্রকার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি শরীরের সম্পূর্ণতার পরিচায়ক, সেই প্রকার সন্তানপালনশক্তি মানসিক সম্পূর্ণতার পরিচায়ক।

এই শিক্ষার অভাবে শিশুপালন, বিশেষতঃ শিশুর নৈতিক জীবন-সংরক্ষণ অতি অপকৃষ্ট। পিতা-মাতা এ বিষয়ে কোন চিন্তা হয় ত করেন না অথবা করিলেও অতিশয় অসংলগ্ন এবং ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রায় সকল পিতা-মাতা এবং বিশেষতঃ মাতা যখন যে প্রকার ভাব মনে উদয় হয়, সেই উপায় অবলম্বন করেন। যদ্যপি কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে হয় ত আপনার জীবনের যাহা কিছু মনে থাকে, তাহা হইতে কিংবা কিংবদন্তীর ন্যায় প্রাচীন শিক্ষা হইতে অথবা অজ্ঞ ধাত্রীর নিকট হইতে গৃহীত হয়। শিশুর নৈতিক শিক্ষার ক্ষণে ক্ষণে এই প্রকার মতপরিবর্ত্তন বিষয়ে রিক্‌টার বলেন ;—

যদ্যপি কতকগুলি পিতার সন্তানের নীতিশিক্ষা-বিষয়ক প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল গুপ্তচিন্তা লিপিবদ্ধ হইত, সকলগুলিই বোধ হয়, এই প্রকার হইত ; প্রথম ঘণ্টায় "হয় আমি, নয় শিক্ষক শিশুর নিকট শুদ্ধ নীতি পড়িবে।" দ্বিতীয় ঘণ্টায় তাহা পরিবর্ত্তন হইয়া "না, ব্যবহার-মিশ্রিত

নীতি-শিক্ষা দিব—যাহা আপনার কাজে লাগিবে ;" তৃতীয় ঘণ্টায় "না, পড়ান কিছু নয় ; শুদ্ধ আমার চরিত্র দেখাইব ;" চতুর্থে "তাহাও নয়, পুত্র যাহাতে ধনী এবং সম্ভ্রান্ত হয়, সেই শিক্ষাই ভাল।" এই প্রকারে দ্বাদশ ঘণ্টায় দ্বাদশ প্রকার মতপরিবর্ত্তন করিয়া শেষ একটিও কার্য্যকর হয় না। আবার মা, তাঁহার ত কথাই নাই। এক থিয়েটারে একবার একটা ভাঁড় দুই বগলে দুই তাড়া কাগজ লইয়া উপস্থিত হয়, জিজ্ঞাসা করা হইল, দক্ষিণ বগলে কি? উত্তর "হুকুম।" বামে? "বিপরীত হুকুম।" এই ভাঁড় মাতার মন ধৈর্য্যের তুলনায় অনেক উত্তম, বরং মাতা ব্রাইয়ারিউস্ নামক শতহস্তবিশিষ্ট এবং প্রত্যেক হস্তে এক এক তাড়া কাগজবিশিষ্ট রাক্ষসের সহিত তুলিত হইবার উপযুক্ত।

আমরা লর্ড পামারষ্টোন-প্রচারিত "সকল শিশুই নির্দ্দোষ স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে।" এই মতে বিশ্বাস করি না, বরং ইহার বিপরীত মত অনেক পরিমাণে সত্যের নিকটবর্ত্তী, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস ; আমরা, অনেকে যে প্রকার বলেন, যত্ন এবং সুশিক্ষা দ্বারা সকল শিশুই ইচ্ছামত উত্তম হইতে পারে, তাহাও বিশ্বাস করি না ; অপরদিকে আমরা বিশ্বাস করি যে, যদিও স্বাভাবিক দোষ শিক্ষার দ্বারা কখনও নির্ম্মূল হইতে পারে না, তথাপি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে। তথাপিও যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত অতিরিক্ত আশা অতি যত্নের সহিত পোষণ করেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে। বলবতী আশা অত্যন্ত গোঁড়ামিতে পরিণত হইলেও অনেক কার্য্য করে, অনেক সময়ে ইহা আবশ্যকও হয়। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, উৎসাহী রাজনৈতিক যদ্যপি যে সংস্কার তিনি চাহেন, সেইটাই একমাত্র আবশ্যক বিবেচনা না করিতেন, তাহা হইলে অত অনুরাগের সহিত চেষ্টা আর করিতেন না। বিন্দুমাত্র-সুরাপান-বিরোধী যদি সুরা সকল সামাজিক অনিষ্টের মূল বলিয়া বিশ্বাস না করিতেন, তাহা হইলে অত উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতে পারিতেন না। এই জন্যই যাঁহারা শিক্ষাই একমাত্র হিতসাধনের উপায় বলিয়া দৃঢ়-বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের অটল বিশ্বাস জগদ্ব্যাপ্ত কারুণিক নিয়মের কার্য্য।

শিক্ষা দ্বারা মনুষ্য-শিশুকে যে কোন আদর্শের অনুযায়ী করা যাইতে পারে, যদি এই মত সত্য হইত, তাহা হইলেও সেই প্রকার সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকরী হইবার আশা করা সুদূরপরাহত। লোকে কেবল বালকের দোষ দেখে, শিক্ষকের দোষ দেখে না। কি সামাজিক শাসনপ্রণালী, কি পারিবারিক শাসনপ্রণালী উভয়ের মধ্যেই একটি অতি ভয়ানক কুসংস্কার দেখা যায়, সে দোষটি এই যে, শাসিতদিগেরই যত দোষ, শাসনকর্ত্তারা নির্দ্দোষ। যে সকল লোকের সহিত আমাদিগের সমাজে ব্যবহার করিতে হয়, প্রত্যহ যে সকল কুৎসা কর্ণগোচর হয়, কেবল বিবাদ-বিসংবাদ, পুলিস-রিপোর্ট এবং ইনসল্‌ভেন্ট খবর দেখিয়া, অধিকাংশ নরনারীই যে স্বার্থপর, নীতিজ্ঞানরহিত এবং পাশবপ্রকৃতি-বিশিষ্ট, তাহা জানিতে পারি। অথচ ইহারাই শিশুপালন করে এবং সমস্ত দোষ শিশুদিগের স্কন্ধে দেওয়া হয়। শিশু স্তনপান করিবে না, মাতা তাহাকে প্রহার করিলেন; সন্তান অনবধানতাবশত জানালায় অঙ্গুলি চিম্‌টাইয়া ফেলিয়াছে, পিতা ক্রন্দন শুনিয়া প্রহার আরম্ভ করিলেন। এই প্রকার অসহিষ্ণুতাযুক্ত পিতামাতা হইতে কি আশা করা যাইতে পারে?

স্বীকার করি, এই সকল ঘটনা অত্যন্ত অধিক ঘটে না; কিন্তু এ সকল সাধারণভাবের অভিভাব মাত্র। গৃহে গৃহে পিতা-মাতা সন্তানের ক্রীড়া-দিতে আপনাদের অসুবিধা বোধ করিলে, ক্রুদ্ধ হইয়া অবোধ শিশুর উপর বিবিধ প্রকারে ক্রোধ প্রকাশ করেন। বালক স্থির হইয়া বসিতে পারে না, দৌড়াদৌড়ি করিলে পিতা-মাতার অসুবিধা হয়, অতএব তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বসাইয়া রাখা হয়। এ সকল কি শিশুর সহিত সহানুভূতির ভয়ানক অভাব প্রকাশ করে না? নৈতিক শিক্ষায় যে সকল বাধা আছে, পিতা-মাতা এবং সন্তান উভয়ের দোষই তাহার কারণ। পৈতৃক দোষগুণ যদি সন্তান প্রাপ্ত হয় এবং ইহা বৈজ্ঞানিকমাত্রেই স্বীকার করেন, তাহা হইলে সন্তানের দোষ কেবল মুকুরের ন্যায় জনক-জননীর দোষ প্রকাশ করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পিতা-মাতার

দ্বারা কোন শিক্ষা-প্রণালীই সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে না। যত্তপি যে সকল বাধা দেখান হইল, না থাকিত, তাহা হইলেও আশানুরূপ প্রণালী হইত না। মনে করুন, এই প্রকার শিক্ষায় একটি সম্পূর্ণ মনুষ্য প্রস্তুত হইল, তাহা হইলে তাহার জীবন সুখের না হইয়া কণ্টকময় হইবে, কারণ, সমস্ত সমাজকে উঠাইতে না পারিলে আর সমাজের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় না।

যখন একটি শিশু কোন কঠিন দ্রব্যে মস্তক আহত করে অথবা পুড়িয়া যায়, তখন সে যে কষ্ট অনুভব করে, তাহা তখন আর বিস্মৃত হয় না। এই সকল সামান্য ব্যাপারের মধ্যে প্রকৃতি আমাদিগকে নীতিশিক্ষা দেয়। আপাততঃ যদিও বোধ হইবে যে, প্রচলিত নীতিশিক্ষা ঐ প্রকারে হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে প্রকাশ হইবে যে, তাহা নহে। প্রথমতঃ কুব্যবহারের নৈসর্গিক প্রতিফল কি, এ বিষয়ে দেখা যাউক। এ স্থলে শারীরিক কষ্ট এবং পীড়াদিরূপ তাহার প্রাকৃতিক প্রতিফল অতি সহজ দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়তঃ শারীরিক কোন অপকার করিলে আমরা যে শাস্তি পাই, তাহার বিষয় এই যে, তাহারা আমাদের কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অথচ তাহারাই আবার আমাদিগকে ভবিষ্যতে সাবধান করিয়া দিয়া অতি মহৎ উপকার-সাধন করে। তৃতীয়তঃ বিবেচ্য যে, এই সকল ফলাফল কখনও কার্য্যের পরিমাণের অতীত হয় না, অল্প আঘাতে অল্প কষ্ট হয়, অধিক আঘাতে তীব্র যাতনা হয়। শেষে বিবেচনা করা উচিত যে, এই প্রতিঘাত হইবেই হইবে। কোন প্রকার স্তুতি ইহাকে বন্ধ করিতে পারে না। বালক যদি হস্তে সূচি ফুটাইয়া দেয়, প্রকৃতি ভর্ৎসনা করে না, কিন্তু অপ্রতিহত-প্রভাবে ফল দেয় ও তৎক্ষণাৎ যাতনা উপস্থিত করে। এই প্রাকৃতিক শিক্ষা যে শৈশবেই হয়, তাহা নহে, আজীবন ইহার বিরাম নাই। ধনী যদি অর্থের অপব্যয় করে, অল্পদিনে দরিদ্র হয়, যেমন কর্ম্ম, সেইরূপ ফল পায়। ব্যবসায়ী অধিক দরে দ্রব্য বিক্রয়ের চেষ্টা পাইলে ক্রেতা কমিয়া যায়; সুতরাং লোকসান হয়। অলস সময় নষ্ট করিবার নিমিত্ত দারিদ্র্য প্রভৃতি অনেক দুঃখে পতিত হয়; এই প্রকারে দেখা

গেল, কি শৈশবে, কি বয়ঃপ্রাপ্তে এই এক প্রকার শিক্ষাই চলিতে থাকে, অতএব যৌবনেও ইহা উপযুক্ত। যাহা শৈশবে প্রয়োজন, যাহা প্রৌঢ়ে উপযুক্ত, তাহা কি যৌবনে আবশ্যক হইবে? অতএব এই প্রাকৃতিক নীতিশিক্ষা যৌবনেও হওয়া উচিত, প্রত্যেক জনক-জননীর দেখা উচিত যে, তাঁহাদের সন্তান তাহার আচরণের যথোপযুক্ত ফল পায়। ক্ষমা করিবে না, ক্রুদ্ধ হইয়া অধিক শাস্তি দিবে না, অস্বাভাবিক উপায়ে শাস্তি দিবে না, অথচ ধীরভাবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার দোষের প্রতিফল দিবে। এ স্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, এই প্রকারই ত হইয়া থাকে, সকল পিতা মাতাই দোষ করিলে বালককে শাস্তি দেন। স্বীকার করি যে, যদি বালক এ প্রকার উচ্ছৃঙ্খল হয় যে, প্রহার না করিলে তাহাকে বশে আনা যায় না (যে প্রকার অসভ্য সমাজ ভিন্ন অতি অল্প স্থলেই দৃষ্ট হয়), সে স্থলে অবশ্যই প্রহারাদি দ্বারা বালককে সেই অসভ্য সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহা হইলেও অপ্রাকৃতিক এবং প্রাকৃতিক উপায়ে শিক্ষার অনেক প্রভেদ আছে। বালক যে দোষ করিবে, দণ্ড সেই দোষরূপ ক্রিয়ার ঠিক প্রতিক্রিয়া হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে দুই একটি উদাহরণ দিলে অনেক সহজ হইতে পারে।

মনে করুন, বালক খেলা করিবার সময় খেলানার বাক্স পাড়ে এবং খেলা সাঙ্গ হইলে সেগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে। এ স্থলে মাতা কি করিবেন? অনেক মাতা হয় ত বালককে ভৎর্সনা করিবেন। কিন্তু তাহা ঠিক প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া নহে। দৃঢ়ভাবে বালককে ঐ সকল খেলানা যথাস্থানে রাখিতে বলা উচিত। যে ফেলিবে, সেই তুলিবে, যে অপরিষ্কার করিবে, সেই পরিষ্কার করিবে। যদি বালক অবাধ্য হয়, সে সময়ে কিছু বলা উচিত নহে, মাতা অথবা দাসী সেগুলি কুড়াইয়া রাখিবেন এবং অপর যে সময়ে বালকের খেলিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইবে খেলিতে চাহিবে, সেই সময়ে বলা উচিত,—"তোমাকে খেলানা দেওয়া যাইতে পারে না, তুমি খেলিয়া এখনই ছড়াইয়া রাখিবে।"

মনে করুন, আপনার সকল ছেলেগুলি দাসীর সঙ্গে একটু বেড়াইতে যায়, কিন্তু আপনার মধ্যমা কন্যার জন্য সকলেরই একটু আধটু বাহির

হইতে দেরী হয়। তাহার আর কাপড় পরা হয় না, সকলের কাপড় পরা হইলে সে পরিতে আরম্ভ করে, কাজেই দেরী হয়। এ স্থলে তাহাকে কিছু না বলিয়া, তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া যাওয়া উচিত, তাহা হইলে সে বুঝিবে যে, আমার দেরী হয় বলিয়া বেড়াইবার আনন্দ বন্ধ হইল,—আর সে দেরী করিবে না। ইহাই ঠিক প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া।

এই প্রকার ব্যবহার দ্বারা শিশুকে যে শুদ্ধ নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা নহে, ইহা দ্বারা আরও উপকার আছে, এইরূপ প্রত্যেক কার্য্য এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল দেখিয়া শিশুর মনে কার্য্য-কারণের একটি বিশেষ ধারণা হয়। এই ধারণা তাহাকে ভবিষ্যৎ-জীবনে অনেক সাহায্য করে। যে স্থলে এই স্বাভাবিক উপায়ের পরিবর্ত্তে প্রহার করা হয়, সে স্থলে বালক দুষ্কর্ম্ম এবং অবশ্যম্ভাবী ফলের ধারণা না করিয়া দুষ্কর্ম্মের সহিত প্রহারকারী শিক্ষক অথবা পিতা-মাতার যোজনা করিয়া রাখে এবং তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে যথাসাধ্য দৌরাত্ম্য করিবার চেষ্টা পায়। এই ব্যবহারের দোষে আমাদের যুবকগণ স্কুল হইতে বহির্গত হইয়া এরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে যে, তাহারা যদি সমাজের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে শাসিত না হইত, তাহা হইলে সমাজের কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিত।

ইহা দ্বারা শিশুর ন্যায়ের ধারণা অতি উজ্জ্বল হয়। মনে করুন, বালক বেড়া ডিঙ্গাইতে গিয়া শরীর কর্দ্দমাক্ত এবং বস্ত্র ছিন্ন করিয়াছে। যদি গৃহে তাহাকে প্রহার করা যায়, তাহা হইলে তাহার দুষ্কর্ম্মের প্রতি বিরাগ না হইয়া, তাহার প্রতি অতি মন্দ ব্যবহার হইয়াছে, এই কথা মনে করে। তাহা না করিয়া যদি তাহাকে কর্দ্দম পরিষ্কার করিতে ও যথাসাধ্য বস্ত্র সেলাই করিতে আদেশ করা হয়, সে আপন দোষের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে মনে করিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের শাসনের আর একটি বিশেষ এই যে, ইহা দ্বারা পিতা-মাতা এবং সন্তান সকলেরই শান্তি অনেক অল্পপরিমাণে চ্যুত হয়। যদি তাহা না করিয়া শিক্ষক কুকার্য্যের ফলস্বরূপ যথোপযুক্ত

শাস্তি না দিয়া অপর আর একটি কষ্ট উপস্থিত করেন, তাহা হইলে ভাল না হইয়া বরং মন্দ হয়।

শেষ দ্রষ্টব্য যে, ইহা দ্বারা পিতা-মাতা এবং সন্তানের সম্বন্ধ গাঢ়তর হইয়া উঠে। যে কোন কারণ বশতঃ হউক অথবা যে কোন ব্যক্তির প্রতি হউক, ক্রোধ সর্ব্বদাই অপকারক। বিশেষতঃ পিতা এবং সন্তানের পরস্পরের ক্রোধ অতি অমঙ্গলজনক। বারংবার ব্যক্তিবিশেষ হইতে অরুচিকর ব্যবহার প্রাপ্ত হইলে, তাহার প্রতি একপ্রকার শত্রুভাব হইয়া উঠে। অতএব যদি পিতা-পুত্রের বৈরভাব নৈতিক উন্নতির শত্রু বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে সকল পিতা-মাতারই বিশেষ সাবধানের সহিত সন্তানের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সকল প্রকার কলহাদি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বালক অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিলে কি করিব? বালক পরদ্রব্যাপহরণ করিলে কি করিব? মিথ্যা কহিলে অথবা ছোট ভাই-ভগিনীকে প্রহার করিলে কি করিব?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা একটি উদাহরণ দিব। একটি বন্ধু তাঁহার ভগিনীপতির বাটীতে থাকিতেন এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীগুলির পালনের ভার লইয়াছিলেন। শিশুগুলি তাঁহার সঙ্গে বেড়াইত, তাঁহার গাঁছরক্ষণের নিমিত্ত সযত্নে লতা-পুষ্পাদি আনিত এবং তাঁহার কাছে থাকিতে অতি আনন্দ বোধ করিত। তিনি কখনও তাহাদিগকে ভর্ৎসনা অথবা প্রহার করেন নাই। একটি ভাগিনেয়ের বিষয়ে তিনি বলেন যে, একদা সন্ধ্যাকালে তিনি ঐ বালককে কোন একটি দ্রব্য আনিতে আদেশ করেন। বালক সেই সময়ে ক্রীড়ায় অতিশয় ব্যস্ত থাকায় সে কথা গ্রাহ্য করিল না। তিনি বিরুক্তি না করিয়া স্বয়ং সেই দ্রব্য আনয়ন করিলেন অথচ অতিশয় বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বালক তাঁহার সহিত যে প্রকার প্রত্যহ খেলা করিত, সেই প্রকার খেলিতে আসিল, তিনি গম্ভীরভাবে ক্রীড়ায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাহা হইতে বিরত হইলেন। পরদিবস প্রাতে তাঁহার শয্যা হইতে উঠিবার সময় দ্বারদেশে

একটি নূতন কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন এবং পরক্ষণেই তাঁহার ভাগিনেয় স্বয়ং মুখপ্রক্ষালনের উপকরণ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বালক গৃহের চতুর্দ্দিকে যাইয়া "আপনার জুতা চাহি" বলিয়া জুতা আনিয়া দিল। ঐ ভদ্রলোক এক্ষণে স্বয়ং কতকগুলি শিশুর পিতা। তিনি গৃহে আসিয়া যদি শুনেন যে, তাঁহার কোন সন্তান কুব্যবহার করিয়াছে, তাহাকে সে দিন আর আদর করেন না, তাহাতেই বালক কত রোদন করে। এক দিন গৃহে আসিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মাতার অনুপস্থিতিকালে একটি ক্ষুর লইয়া তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর চুল কাটিয়া দিয়াছে এবং আপনার হস্তে আঘাত লাগাইয়াছে। তিনি কিছু না বলিয়া কেবল সেই দিন এবং পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার সহিত আর কথা কহিলেন না। ইহাতে বালক সে দোষ হইতে একেবারে বিরত হইল।

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আরও একটি বিষয় আমরা উল্লেখ করিব।

মনে করুন, সন্তান দৌরাত্ম্য করিতেছে। মাতা প্রহার করেন আর বলেন, "তুমি ছেলেমানুষ বুঝিতে পার না, তোমার মঙ্গলের জন্য প্রহার করিতেছি।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বালক কি এই প্রবোধ বাক্য বিশ্বাস করে অথবা মাতার ব্যবহার হইতে তাঁহার ইচ্ছার ধারণা করে? আবার মনে করুন, স্বাভাবিক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বালক অগ্নিতে কাগজখণ্ড নিক্ষেপ করিতেছে। মা দেখিলেন, তিনি বলপূর্ব্বক নিষেধ করিলে হয় ত তাঁহার অনুপস্থিতিতে বালক ঐ প্রকার করিবে। তিনি শুদ্ধ বলিলেন, "তোমার হাত পুড়িবে।" বালক শুনিল না, কাগজ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, হাতে একটু উত্তাপ লাগিল। এই প্রকারে সেও একটু শিক্ষা পাইল, অথচ মাতার অবর্ত্তমানে ঐ প্রকার করিলে হয় ত বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদিত হইত। স্বীকার করি যে, যে সকল ব্যবহারে শারীরিক বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা, সে সকল দৃঢ়পূর্ব্বক নিষেধ করা উচিত। মনে করুন, বালক চুরী করিল। ইহার স্বাভাবিক প্রতীকার কি? প্রথমতঃ চৌর্য্যদ্রব্য অথবা তাহার সমমূল্য দ্রব্য প্রত্যর্পণ। দ্বিতীয়তঃ পিতামাতার

অত্যন্ত বিরাগোৎপাদন। মনুষ্যের স্বভাবই এই যে, আমরা যাহাদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ, তাহাদের বিরাগ অজ্ঞাতের অপেক্ষা অধিক কষ্টকর বলিয়া গ্রহণ করি, এই জন্যই যে পিতামাতাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি, তাহাদের বিরাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টকর। সার কথা এই যে, বর্ব্বর ব্যবহার বর্ব্বর মনুষ্য উৎপাদন করে এবং শান্ত ব্যবহার শান্ত মনুষ্য উৎপাদন করে।

পূর্ব্বোক্ত মত সকল হইতে কতকগুলি নিয়ম নিষ্কাশিত করিয়া আমরা প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

মনে করিও না যে, সকল বালক শুদ্ধপ্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেক সভ্যশিশু বাল্যকালে প্রাচীন অসভ্য পূর্ব্বপুরুষদিগের স্বভাব প্রদর্শন করে। যে প্রকার তাহার ক্ষুদ্র নাসিকা, বৃহৎ ওষ্ঠ ও দূরসংস্থাপিত চক্ষু কিছু দিনের জন্য অসভ্যদিগের ন্যায় দেখায়, সেই প্রকার তাহার বুদ্ধিবৃত্তিও কিছু দিনের জন্য অসভ্যদিগের মত হয়। অতি শৈশবাবস্থাতেই ক্রমাগত নীতিশিক্ষা দিও না। যে প্রকার জ্ঞানার্জ্জনে, সেই প্রকার নীতিশিক্ষাও অকালপক্কতা অনেক দোষের মূল। অনেক লোকের বাল্যজীবন অতি মৃদু হইলেও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুনীতির রঙ্গভূমি হইয়া উঠে।

প্রত্যেক দোষের স্বাভাবিক প্রতিফল বালককে প্রদান করিয়া তোমার স্বভাব অনেক পরিমাণে অবিরুদ্ধ থাকিবে। আজ্ঞাপ্রদান যত অল্প পার করিবে। অনেক স্থলেই আপনার আধিপত্য জাঁকাইবার জন্য আজ্ঞা করা হয় এবং অমান্য হইলে আপনার মানহানি হইল বলিয়া ক্রুদ্ধ হওয়া হয়। স্মরণ রাখিও যে, তোমার উদ্দেশ্য একটি আত্মশাসনক্ষম মনুষ্য-চরিত্র গঠন করা; অপরের দ্বারা শাসিত হইবে, এরূপ চরিত্র গঠন করা উদ্দেশ্য নহে, যতদূর সম্ভব, তাহাদিগকে স্বাবলম্বন করিতে দিবে।

যতদূর সম্ভব মৃদু ব্যবহার করিবে। যে প্রকার উপায়ে শিক্ষা নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে অনেক পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং দূরদর্শিতা আবশ্যক। তাহা হইলেও

প্রৌঢ়জীবনের এই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অথচ অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যে কাহারও অনুৎসাহিত হওয়া উচিত নহে। অধিক পরিশ্রম আবশ্যক হইলেও ইহা দ্বারা আশু এবং ভাবী সুখ বহুপরিমাণে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শারীরিক শিক্ষা।

কি ধনীর গৃহে, কি কৃষকের সামান্ত আবাসে সকল স্থানেই আহারের পর প্রায় পশুপালন-বিষয়ক কথাবার্ত্তা উপস্থিত হয়। কৃষকেরা পরস্পরের গবাদি পশুর উৎকর্ষতা-প্রতিপাদনার্থ এবং তাহার বিশেষ-পালন-প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কত তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত করে। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, সন্তান সন্ততির শরীর কি উপায়ে সমধিক পুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং দৃঢ় হইবে, এ বিষয়ে কাহাকেও মনোযোগী দেখা যায় না। অনেকে আপনার অশ্বকে আহারের পর পরিশ্রম করাইতে সম্মত নহেন, কিন্তু বালকেরা আহারের পরই পাঠে মন দিবে, সে বিষয়ে কত অনুরাগী! সন্তানদের আহারাদির বন্দোবস্ত সমস্ত স্ত্রীলোকদিগের হস্তে নিক্ষিপ্ত করা হয় এবং তাঁহাদের ভাবে বোধ হয় যে, ঐ সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধান করা তাঁহারা পুরুষকারবিরুদ্ধ কার্য্য মনে করেন!

একজন চতুর লেখক বলেন, জীবনের প্রথম কার্য্য একটি সুগঠিত প্রাণিনির্ম্মাণ এবং সমগ্রজাতি ঐ প্রকার হওয়া জাতীয় জীবনের প্রথম কার্য্য।

কেবল যে যুদ্ধের সময় শারীরিক বলের আবশ্যক হয়, তাহা নহে; ব্যবসায়েও ঐ প্রকার। ইংরাজ-জাতি এই দুই বিষয়ে আজিও কোন জাতি অপেক্ষা ন্যূন নহে, কিন্তু ইহা ছাড়াও বলের আরও প্রয়োজন আছে। প্রতিদিন জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ যে প্রকার কঠিন হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে প্রবল তরঙ্গের ন্যায় ক্রমবর্দ্ধমান সংসারের বিবিধ সঙ্কটের সহিত যুদ্ধ করিতে বলের আবশ্যক দিন দিন বাড়িতেছে।

আধুনিক বিজ্ঞান-প্রকাশিত সত্য-সকলের সহিত শিশুদিগের আহারাদির ঐকমত্য-সংস্থাপন করাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের সে

মহান্ সাহায্য গোমেষাদি পশুরা প্রাপ্ত হইতেছে, আমাদের সন্তান সন্ততি কি সে সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে? প্রাণি-বিজ্ঞান-শাস্ত্র এখনও অতি অসম্পূর্ণ হইলেও এ সত্য আমরা জানি যে, জীবনী-শক্তির সাধারণ নিয়মাবলী মনুষ্য এবং নিম্নশ্রেণীর জীব উভয়ের পক্ষেই সমান।

যে প্রকার এক ভাবের পর আর এক ভাব, এক অবস্থার পর ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা লোকসমাজে উপস্থিত হয়, যে প্রকার প্রজাদিগের স্বেচ্ছাচারের পর রাজ্যে রাজার স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠিত হয়, যে প্রকার উন্নতির পর সমাজ আবার প্রাচীন প্রথার দিকে গমন করে, যে প্রকার ভোগপ্রধান অবস্থার পর সন্ন্যাসপ্রধান অবস্থা আগমন করে, যে নিয়মে বণিক্-সমাজে কখন অত্যন্ত ধনাগম এবং তাহার পর ক্ষতি উপস্থিত হয়, সেই নিয়মে আমাদের সামাজিক আহার-প্রণালী, অত্যন্ত ভোগস্পৃহা প্রধান অবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত মৃদু অবস্থার উপস্থিত হইয়াছে এবং সর্ব্বমাদক-বিরোধী ও নিরামিষ-ভোজনরূপ বিপরীত ক্রমে পরিণত হইতেছে। এই জন্য সন্তানকে যতদূর পারা যায়, খাওয়াইতে পারিলেই হইল, এইরূপ প্রাচীন বিশ্বাসের হ্রাস হইতেছে এবং আবশ্যকতাপেক্ষাও অল্প আহাররূপ বিপরীত ভ্রম দেখা দিতেছে।

অতিভোজন এবং অত্যল্পভোজন উভয়ই দোষাবহ। ইহাদের মধ্যে বরং অতিভোজন অপকারক নহে, কিন্তু অত্যল্পভোজন অপকারক। বালক অপেক্ষা বয়স্কেরা অধিক পরিমাণে অতিভোজনরূপ অত্যাচার করে। তবে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বালকদিগকে কি তাহাদের যাহা ইচ্ছা, তাহাই আহার করিতে দেওয়া যাইবে? ইহার একমাত্র উত্তর আছে। যদি ক্ষুধার অনুসরণ করা প্রাকৃতিক নিয়ম হয়, যদি সমস্ত ইতর-প্রাণী এবং অধিকাংশ অসভ্য-জাতির পক্ষে শুদ্ধ ক্ষুধাই একমাত্র আহার-বিষয়ে নেতা হয়, তাহা হইলে মানবেরও তাহাই হইবে।

এ উত্তর বোধ হয়, অনেকের পক্ষে প্রবল বোধ হইবে না; কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, ক্ষুধার অনুসরণ করিয়া তাঁহারা অনেকবার যে অতিভোজন করিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহাদের তৎপূর্ব্বগামী অল্পভোজনমাত্র। যে প্রকার দীর্ঘকাল দমিত ইন্দ্রিয়-

সকল অনিবার্য্য চঞ্চলতা প্রকাশ করে, যে নিয়মে যৌবনে কঠোর ইন্দ্রিয়-নির্য্যাতন-শাসিত ব্যক্তি প্রৌঢ়ে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করে, যে প্রকার অনেক সময়ে মঠস্থ সন্ন্যাসিনীরা অত্যন্ত কঠোর তপস্বিনী-ব্রতের পর নরকের দুর্ব্বৃত্ততা প্রদর্শন করে, তাঁহাদের অতিভোজনও ঠিক সেই প্রকার।

শিশুদিগের সাধারণ আহারেচ্ছা পরীক্ষা করুন, দেখিবেন যে, সকল শিশুই মিষ্টান্নপ্রিয়। অনেকে মনে করিবেন যে, কেবল আস্বাদ-সুখের জন্যই তাহারা মিষ্টান্ন ভালবাসে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক নিয়মের অক্ষত উপযোগিতা এবং কারণিকতা দেখিয়া অনুসন্ধানের দ্বারা জ্ঞাত হন যে, শিশুরা দেহের তাপ রক্ষা করিবার জন্যই ঐ প্রকার মিষ্টান্ন ভোজন করে। আবার বালকেরা অত্যন্ত ফলপ্রিয়, বিশেষতঃ অম্ল অম্লরসযুক্ত ফল। এ স্থলে দেখিবেন যে, ফলজ অম্ল অত্যন্ত উপকার করে। এই জন্য অনেক দেশে শিশুদিগকে অনেক ফল দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশে তাহা হয় না। সেই দুগ্ধ এবং রুটী-মাখন প্রত্যহ চলিবে। ইহার কি ফল হয়? যখন পূর্ব্বদিনে বালকেরা হস্তে পয়সা পায়, তখন পূর্ব্ব-নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অনেক ফলমূল ভক্ষণ করিয়া পীড়া উপস্থিত করে। ডাক্তার কোম্ব বলেন, "যদি প্রত্যহ আহারের সঙ্গে ফল খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে বালকদিগের ঐ প্রকার সাময়িক অতিভোজনেচ্ছা হইবে না।" শিশুর ক্ষুধাশান্তি হইল কি না, সে ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারে না, অতএব তাহার ক্ষুধার উপর বিশ্বাস করিতে হইবে।

খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিকারকতা দেখিতে গেলে ঐ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের মত যে, শিশুর শরীরে আমিষ-খাদ্যের প্রয়োজন নাই। অতি শৈশবাবস্থায় মাংসের অনেকাংশ কষ্টে জীর্ণ হয় সত্য বটে, কিন্তু ৩।৪ বৎসরের শিশুর পক্ষে যে তাহা প্রয়োজনীয়, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমরা দুই জন চিকিৎসক এবং কয়েকজন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববেত্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই বলেন যে, বালকের খাদ্য বরং বয়ঃপ্রাপ্তের অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর হওয়া উচিত।

পূর্ণ-বয়স্ক মনুষ্য এবং বালক উভয়ের জীবনী-শক্তির কার্য্য তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, এই সিদ্ধান্ত কত দূর সত্য। মানুষের খাদ্যের আবশ্যক কি? প্রতিদিন নানা প্রকার কার্য্যে শরীরক্ষয় হইতেছে এবং এই ক্ষতিপূরণের আবশ্যক। প্রতিদিন শারীরিক তাপ বিকীর্ণ হইতেছে এবং এই তাপ-পূরণের জন্য কতকগুলি দ্রব্যের আবশ্যক। অতএব দৈনিক ক্ষয় এবং তাপ-বিকীরণ পূরণের জন্য খাদ্য আবশ্যক। বালক অত্যন্ত পরিশ্রম করে, সেই জন্য শরীর তুলনায় তাহার প্রায় বয়স্কের ন্যায় ক্ষয় হয়। আবার শরীর তুলনায় তাহার তাপক্ষয় অধিক। এই সকল কারণে তাহার ক্ষয় অধিক, অতএব পূরণার্থে অধিক আহার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত তাহার আবার শরীরের বর্দ্ধন আবশ্যক। ক্ষয় এবং তাপ রক্ষা করিয়া যে অংশ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে তাহার শরীর বর্দ্ধিত হইবে, অতএব তাহার পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। ইহার পর দেখা উচিত যে, আমরা কি শিশুকে অধিক পরিমাণে অথচ পুষ্টিকারিতা অল্প অথচ অল্পায়তন অথচ অধিক তেজস্কর এ প্রকার খাদ্য দিব? ইহার উত্তর অতি সহজ। খাদ্যপাকে পাকস্থলীর শক্তিক্ষয় যত অল্প হইবে, ততই অবশিষ্ট শক্তি অন্য কার্য্যে লাগিবে। শাকসব্জীর ন্যায় খাদ্য অনেক না খাইলে কার্য্য হয় না এবং তাহা পরিপাকে অনেক সময় লাগে; অতএব শক্তিক্ষয় অধিক হয়, কিন্তু মাংসাদি অল্পায়তনে অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য ধারণ করে, এই জন্য অল্প সময়ে পরিপাক হয়, সুতরাং ইহাতে অল্পশক্তি ক্ষয় হয়। সত্য বটে, কেবল নিরামিষ খাওয়াইলেও শিশুর শরীর বর্দ্ধিত হয়। শ্রমজীবীদিগের সন্তানেরা অত্যল্পই মাংস ভক্ষণ করে অথচ তাহারা হৃষ্টপুষ্ট থাকে; তথাপিও পরে তাহাদের শরীর-বর্দ্ধনের ক্ষতি হইবে না। ইংলণ্ড অথবা ফ্রান্সের ভদ্রলোকদিগের সহিত নিম্নশ্রেণীর লোকের তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে, নিরামিষাশীরা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট হইলেই যে শক্তি থাকে, তাহা নহে। আবার আয়তন ছাড়িয়া যদি তেজের তুলনা করি, দেখিতে পাই, নিরামিষাশী অপেক্ষা মাংসাশী শিশু কি শারীরিক কি মানসিক সকল বিষয়েই উন্নত। পশুদিগের মধ্যে গোমেষাদি এবং সিংহ-ব্যাঘ্রাদির তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে, নিরামিষাশীর

অপেক্ষা মাংসাশী কতদূর শক্তিসম্পন্ন ! মানুষদিগের মধ্যে ষুস্‌মান, অষ্ট্রে-লিয়া প্রভৃতি নিরামিষাশী অসভ্যেরা দুর্ব্বল এবং খর্ব্বাকৃতি, অন্য দিকে প্যাটাগোনিয়ান, কাফ্রি প্রভৃতি মাংসাশী অসভ্যেরা কেমন সুগঠিত, কেমন দীর্ঘাকার এবং বলিষ্ঠ। অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর খাদ্যসেবী হিন্দু অপেক্ষা মাংসাশী ইংরাজ মানসিক এবং শারীরিক বলে কত বলীবান্ এবং আবহমানকালই পুষ্টিকর খাদ্য-প্রতিপালিত জাতিরাই যে চিরকাল তেজস্বী এবং প্রধান হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে জগতের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে।

একটি ঘোড়া ঘাস খাইলে হৃষ্টপুষ্ট হয় বটে, কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যপালিত ঘোটকের ন্যায় কার্য্যক্ষম হইতে পারে না। মাংসাশী ইংরাজ শ্রমজীবীরা অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা অধিক ক্লেশসহিষ্ণু এবং কার্য্যক্ষম। আবার অপর-দেশীয়দিগকে মাংসভক্ষণ করাইলে তাহারা ইংরাজের ন্যায় কার্য্যক্ষম হয়। অতএব ইহাদের প্রভেদ জাতিগত নহে—খাদ্যগত। আমরা ছয় মাস কাল নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহা দ্বারা মানসিক এবং শারীরিক শক্তি কমিয়া যায়।

খাদ্যনির্ব্বাচনের আর একটি অঙ্গ আছে,—খাদ্যদ্রব্য পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন প্রকারের হইলে হৃৎপিণ্ডের এবং স্নায়-বীর কার্য্য বর্দ্ধিত করে এবং তদ্দ্বারা শীঘ্র পরিপাক হয়। গবাদি পশুকে ঐ প্রকার খাদ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহা দ্বারা তাহাদের শরীর সমধিক পুষ্ট হয়। আমাদের শরীরকে শীতোত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বস্ত্র আবশ্যক। অনেকে মনে করেন যে, অল্প বস্ত্র পরিধান করাইয়া বালককে কষ্টসহিষ্ণু করিব, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। শীতে শরীর অনাবৃত রাখিলে শরীর সুস্থ থাকিলেও খর্ব্বতা উৎপাদন করে। উত্তর এবং দক্ষিণমেরু-সন্নিহিত দেশবাসীরা অত্যন্ত খর্ব্বকায়। ডারউইন বলেন যে, টেরাডেলফিউগো দেশের লোকেরা শীতপ্রধান দেশে নগ্ন অবস্থায় থাকিয়া অত্যন্ত খর্ব্ব এবং বীভৎস-আকৃতি হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, শরীরের তাপক্ষয় অত্যন্ত অধিক হয় এবং তৎপূরণার্থ অধিকাংশ খাদ্য নিয়োজিত হয়। লিবিগ্ বলেন, শরীরের তাপসম্বন্ধে বস্ত্রাদি খাদ্যের ন্যায়।

শরীরের তাপক্ষয় অল্প হইলে অল্পাহারেই অত্যান্ত কার্য্য সমাধা হয়। শিশুশরীর আয়তন-তুলনায় মনুষ্যশরীর অপেক্ষা অধিক তাপ বিকিরণ করে, সুতরাং তাহা উত্তমরূপে আবৃত রাখা উচিত। সামাজিক আচারের অনুরোধে জননী শিশুর শরীর উত্তমরূপে আবৃত না রাখিয়া তাহার বিষম অপকার করিতেছেন, দেখিলে দুঃখ হয়। সুন্দর দেখাইবে বলিয়া জননী সন্তানকে নানাবর্ণের বস্ত্র পরিধান করান, কিন্তু মূল্যবান্ বস্ত্র খেলা করিয়া নষ্ট করিবে, এই ভয়ে তাহার স্বাভাবিক ক্রীড়াশক্তির ব্যাঘাত জন্মায়। শিশুর পরিচ্ছদ অত্যন্ত অধিকও হইবে না অথচ এ প্রকার হইবে, যদ্দ্বারা শরীরে তাপ সম্যক্ রক্ষিত হয়। বস্ত্র এ প্রকার দৃঢ়পদার্থের হওয়া উচিত যে, ক্রীড়াদিকালে তাহা নষ্ট না হয়। স্বাস্থ্যের জন্য যে ব্যায়াম-ক্রীড়াদি আবশ্যক, তাহা এক্ষণে প্রায় সকলেই স্বীকার করেন এবং বিদ্যালয়-সমূহেও তাহার বিধান করা হইতেছে। দুঃখের বিষয় যে, বালিকা সম্বন্ধে ঐ প্রকার হয় না। আমাদের বাটীর সন্নিকটে একটি বালিকা-বিদ্যালয় এবং বালক-বিদ্যালয় আছে। বালক-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ব্যায়ামের নানা উপকরণ আছে এবং খেলিবার জন্য মাঠ আছে। প্রত্যহ তিনি চারিবার প্রতিবাসীরা তাহাদের কোলাহল,তাহাদের শরীরের স্বাস্থ্যকর এবং রক্তসঞ্চালন-ক্রীড়ার পরিচয় পায়। কিন্তু বালিকা-বিদ্যালয়ে আর এক দৃশ্য; সমস্ত খোলা জায়গা উদ্যানে পরিপূর্ণ এবং বালিকারা যন্ত্রের ন্যায় কখন সে স্থলে পুস্তক-হস্তে পাদচারণ করে, এই পর্য্যন্ত। ইহার অর্থ কি? বালিকার শরীর কি বালকের শরীর হইতে এত পৃথগ্ভাবে গঠিত যে, তাহাদের কোন প্রকার ব্যায়ামের আবশ্যক নাই? তাহাদের কি ক্রীড়া করিতে স্বাভাবিক ইচ্ছা হয় না? বালকের পক্ষে যাহা স্বাস্থ্যদায়ক, বালিকার পক্ষে মূর্খ প্রকৃতি কি কেবল পিতা, মাতা এবং শিক্ষককে জ্বালাতন করিবার জন্য দিয়াছেন? আমাদের একপ্রকার বিশ্বাস আছে যে, যথেষ্ট শারীরিক বল ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোকের লজ্জার বিষয়। অনেকে বলেন যে, ঐ প্রকার পুরুষদিগের ন্যায় লাফালাফি করিলে স্ত্রীলোকে পুরুষের ন্যায় কঠোর-প্রকৃতি হইবে। যদি বালক ঐ প্রকার করিয়া শিষ্ট-শান্ত ভদ্রলোক হয়, তাহা হইলে বালিকা ঐ প্রকার করিয়া কেন শান্ত ভদ্র

স্ত্রীলোক হইবে না? স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক লজ্জা স্ত্রীলোককে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? স্কুল অথবা বাটীর কঠোর শাসনে কি ঐ সকল ভাব স্ত্রীলোকের মনে হইয়াছে?

ক্রীড়াই মনুষ্যের স্বাভাবিক ব্যায়াম, এই জন্যই ইহা কৃত্রিম ব্যায়ামাদির অপেক্ষা অনেক ভাল; তবে কিছু না হওয়ার অপেক্ষা কৃত্রিম ব্যায়ামও উত্তম। স্বাভাবিক ক্রীড়ায় কত অনুরাগ বোধ হয়, তদ্দ্বারা অনেক উপকার হয়। শরীর সম্বন্ধে আর একটি আলোচ্য বিষয় আছে। অনেকে বলেন যে, শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে শরীরের আয়তন কমিতেছে এবং জীবন হ্রাস হইতেছে। প্রাচীন কর্ম্ম দেখিয়া এবং মৃত্যুর তালিকা দেখিয়া আমরা প্রথমে এ কথায় অবিশ্বাস করিয়াছিলাম। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানের পর এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অল্পবয়সে অনেকের মাথায় টাঁক পড়িয়া যায়, দাঁতও আর অধিক দিন থাকে না। পূর্ব্বকালের লোক-দিগের অপেক্ষা এক্ষণে স্বাস্থ্যের নিয়ম আধুনিকেরা অনেক জানে এবং তাহারা সুব্যবহারও করিয়া থাকে, তথাপি কেন অল্প-আয়ু হইতেছে?

আধুনিক কালে কি বালক কি বৃদ্ধ সকলের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা সমাজের ভার—সংসারের ভার—অনেক অধিক হইতেছে। সকল ব্যবসায় অনেক প্রতিযোগী হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক উদ্‌যোগ এবং শক্তি ব্যয় হইয়া যায় এবং এই শক্তি সংগ্রামের উপযুক্ত করিবার জন্য সন্তানের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতর শিক্ষার আবশ্যক হইয়াছে। আবার পিতা ঐ প্রকার ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া আপনার শরীর এবং মন দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন, পুত্র সেই শরীর প্রাপ্ত হইয়া এই প্রকার ক্ষীণতা সত্ত্বেও পূর্ব্বোক্ত কঠোর পরিশ্রম করে,—কাজেই অকালে তাহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে।

প্রত্যহ এই প্রকার অধিক পাঠ করিয়া শরীর এবং মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, এ প্রকার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।

যখন স্কুলের আধুনিক নিষ্ঠুর শিক্ষা-প্রণালী মনে করি, তখন এই প্রকার অস্বাস্থ্যের জন্য বিস্মিত হই না। সার জন ফরবেশ ইংলণ্ডের বালিকা-বিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত নিয়মাবলীর তালিকা গিয়াছেন,—

নিদ্রা	৯ ঘণ্টা
স্কুল	৯ ঘণ্টা
গৃহে পাঠ অভ্যাস অথবা সূচিকার্য্য	৩৷৷০ ঐ
আহারাদি	১৷৷০ ঐ
বেড়ান	১ ঐ
মোট	২৪ ঘণ্টা।

তিনি এই প্রকার শিক্ষা-প্রণালীর ফল যে কেবল অস্বাস্থ্য, তাহা নহে, শারীরিক গঠনেরও ব্যতিক্রম হয়, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

প্রকৃতির হিসাবের এক তিল ব্যতিক্রম হয় না;—এ দিকে অধিক ব্যয় কর, অপরদিকের লইয়া প্রকৃতি তাহা পূর্ণ করিবে। যদি অস্বাভাবিক মানসিক উৎকর্ষ প্রার্থনা কর, তাহা হইলে শরীরের স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে বাদ দিতে হইবে। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম আবার মানসিক শক্তি হ্রাস করে। অতএব এই নিয়মানুযায়ী যদি বাল্যকালে মানসিক পরিশ্রমে সমস্ত বল নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি অতিরিক্ত ব্যয়-পূর্ণকরণার্থ শরীর হইতে গ্রহণ করে।

অতিরিক্ত পাঠের দ্বারা যে কেবল শরীরের হানি হয়, এমত নহে; মস্তিষ্কেরও অনেক ক্ষতি হয়। আধুনিক বিজ্ঞানে মস্তিষ্কের পরিপাক রক্ত-সঞ্চালনাদির উপর কত কার্য্য করে, তাহা জানিতে পারিয়াছে এবং ইহা দ্বারা মস্তিষ্কে অধিক কার্য্য করান কত অনিষ্টকর, তাহাও প্রকাশিত হইয়াছে। সকলেই দেখিয়াছেন যে, ভয়, দুঃখ ইত্যাদি দ্বারা হৃৎপিণ্ডের গতি কি রকম পরিবর্ত্তন হয়। অধিক চিন্তা দ্বারা পরিপাকের কি প্রকার ব্যাঘাত হয়, তাহাও সকলে জ্ঞাত আছেন। এই সকল অতিরিক্ত ঘটনায় যে প্রকার হয়, অল্প ঘটনায় সে প্রকার না হউক, কতক পরিমাণে হয় এবং পুনঃ পুন হইলে দীর্ঘস্থায়ী পীড়া উৎপাদিত করে।

যদ্যপি সকলে স্বীকার করেন যে, অধিক পাঠের দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্যের এই প্রকার হানি হয়, তাহা হইলে শিশু-মস্তিষ্ক যাহা ধারণা করিতে পারে না, এই প্রকার কতকগুলি বিষয়

তাহাকে বহুপ্রযত্নে শিক্ষা দেওয়া আরও কত সর্ব্বনাশকর! বালিকাজীবনে ইহা আরও বিষময় ফল প্রসব করে। সাধারণতঃ বালকেরা যে প্রকার শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ভার শমিত করে, বালিকারা তাহা পারে না। এই জন্য সহস্রের মধ্যে দশটির শরীরও সুদৃঢ় নহে। মানসিক সৌন্দর্য্যের হানি করা কোন মতেই উচিত নহে। কোন্ স্ত্রীলোক বিদ্যাপ্রভাবে স্বামীর একান্ত প্রেম অধিকারে সমর্থ হইয়াছে? অনেকে হয় ত পুরুষ-জাতীর সৌন্দর্য্যের দোষ দিবেন; কিন্তু ভগবানের এই সুন্দর নিয়ম কখনইও নিরর্থক হয় নাই। যদ্যপি সৌন্দর্য্য-লিপ্সা না থাকিত, তাহা হইলে ঐ প্রকার অসম্পূর্ণ শরীর পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিত এবং অল্পদিনেই মনুষ্যবংশ লোপ পাইত। শরীর থাকিলে তবে বিদ্যা; শরীর যদি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তবে বিদ্যা লইয়া কি হইবে?

পূর্ব্বকালে যখন সমাজে অশান্তি চিরবিরাজ করিত, যখন কেবল বলপূর্ব্বক পরদ্রব্য-গ্রহণ এবং লুণ্ঠন হইতে রক্ষাই সমাজের কার্য্য ছিল, সে সময়ে কেবল শারীরিক বলই আদৃত হইত; তখন বিদ্যার আদর ছিল না, বিদ্যার্জ্জন হাস্যাস্পদ হইত। এক্ষণে সমাজে শান্তি বিরাজ করিতেছে, লোকে বিদ্যার্জ্জনে মনোযোগ দিতেছে, অধিকন্তু কেবল মানসিক চর্চ্চাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই উভয়বিধ মতই একান্ত মত—অতএব ভ্রান্ত। অতএব এই দুইয়ের সামঞ্জস্য করিয়া যে মত হইবে, শরীর এবং মন উভয়ের যত্ন করা যে মতে বিধেয় বোধ হইবে, সেই মতই সত্য।

বোধ হয়, স্বাস্থ্য-রক্ষা যে একটি অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য, ইহা সমাজে বহু-প্রচার হইলে যথার্থ শিক্ষা প্রচলিত হইতে পারে। প্রায় কেহই শরীররক্ষা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন না। শরীর লইয়া যাহা ইচ্ছা করা যেন দোষাবহ নহে। যদিও সন্তানসন্ততি এবং পরিবারবর্গের উপর নীতিভঙ্গ-পাপের ন্যায় স্বাস্থ্যভঙ্গ দ্বারা অমঙ্গল আনীত হয়, তথাপিও এ বিষয়ে কেহ গ্রাহ্য করেন না।

সম্পূর্ণ।